কল্যাণী

রজনীকান্ত সেন।

পঞ্চম সংস্করণ।

কার্ত্তিক, ১৩২২ সাল।

মূল্য ॥৵০ আনা, বাঁধাই ১৲

রজনীকান্ত সেন।
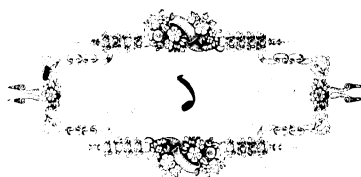
ভক্তি-ধারা।

আর,—

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার ?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?
তোমারি চরণ-আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে,
ভকতি-প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জলধার।
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবার !
নীরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাবে পার ?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে,
এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা,—
করুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার !

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী।

কল্যাণী

হৃদয়-পল্বল।

এই,—

ক্ষুদ্র-হৃদয়-পল্বল-জল, আবিল পাপ-পঙ্কে ;
অদেয় অপেয়, তৃষায় স্পর্শ করে না কেহ আতঙ্কে !
চৌদিকে বেড়া কঠিন ভূমি, মধ্যে হয়েছি বন্দী ;
(ওহে) প্রেম-সিন্ধু ! আর কেমনে মিলিব তোমার সঙ্গে ?

(তব) মিলন-আশে, সাধু সুজন, প্রেম-তরঙ্গ তুলিয়া,
বহিয়া গিয়াছে, দীন অধমে দূর-সৈকতে ফেলিয়া ;
প্রভু, বসে না তীরে জলবিহঙ্গ, মলয় করে না খেলা ;
ঝঞ্ঝা সৃজে গো নদী-তরঙ্গ, আমারে করে সে হেলা !

প্রভু, ফোটে না এ জলে ভক্তি-কমল, চলে না পুণ্যতরণী ;
চির-নির্ব্বাসিত ক'রেছে আমারে কোলাহলময় ধরণী ;
(কবে) শুকাইয়া যাবে এ মলিন বারি, শেষ রবে না বিন্দু ;
(বড়) দুঃখ, বক্ষে বিম্বিত হ'লো না, নির্ম্মল প্রেম-ইন্দু !

মনোহর সাই—জলদ একতালা।

নিষ্ফলতা।
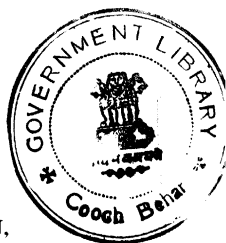
আমি, সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে ;
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গ-সুখ চাইনে।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্য্যটন,
তোমার কাছে তো যাইনে ;
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তব প্রেমামৃত খাইনে।
আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে,
তোমার মহিমা গাইনে ;
আমি, বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে ;
আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে,
ও পদ-তলে বিকাইনে ;
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা,
মনেরে শুধু শিখাইনে !

"তোমার কথা হেথা কেহ ত কহে না"—সুর।

দুর্গতি।

আর, কত দিন ভবে থাকিব মা ?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
(তুমি) দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা ?

(আমায়) কেহ তো আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো ;—
(তবু) মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
আর কত দিনে জাগিব মা ?

(আমি) শত নিঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,
(কত) কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো ;—
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিব মা ?

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা।

হ'ল না।

এত কোলাহলে প্রভু, ভাঙ্গিল না ঘুম ;
কি ঘোর তামসী নিশা, নয়নে আনিল মোহ,
এ জীবন নীরব নিঝুম !

প্রেমিক হৃদয়গুলি, প্রেমানল-শিখা তুলি',
"জয় প্রেমময় !" বলি', তব পানে ধায় ;—
সে বহ্নি-পরশে মম, সিক্ত ইন্ধন-সম,
হৃদি হ'তে উঠে শুধু ধূম।

সবারি পরাণ, নব অরুণ কিরণে তব,
ফুটিয়া তুলিয়া হাসি', সুরভি বিলায় ;—
মোহালস টুটিল না, সে কিরণে ফুটিল না
আমারি এ হৃদয়-কুসুম।

মিশ্র ভৈরবী—আড় কাওয়ালী।

কল্যাণী

পাতকী।

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী তাপী, এত আশা ক'রে রয় ?
করিতে এ ধূলাখেলা, অবসান হ'ল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়ে লাভে মূলে, মরণের সিন্ধু-কূলে
পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায় !
জীবনে কখন আমি ডাকিনি, হৃদয়-স্বামি !
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?

মিশ্র বেহাগ—যৎ।

•

কল্যাণী

ক্ষমা।

তব, করুণামৃত পারাবারে কেন ডুবালে, দয়াময় ?
এ অযোগ্য অধমেরে, মলিনেরে, কেন এত দয়া হয় ?
(চিত) কাতর করুণা-ভারে, বহিতে আর নাহি পারে,
দুর্ব্বল হয়েছে পাপে, এত দয়া নাহি সয় !
তোমার কথা হেলা ক'রে, পাপ করিয়া ফিরি ঘরে,
(তুমি) হেসে ব'স কোলে ক'রে, দেখে কত লজ্জা হয়।
নাহি ঘৃণা, নাহি রোষ, নাহি হিংসা, অসন্তোষ,
শুধু দয়া, শুধু ক্ষমা, শুধু অভয়-পদাশ্রয় !

•

ঝিঁঝিট—খং।

কেন ?

যদি, মরমে লুকায়ে র'বে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?
তব, চরণ-শরণ-তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন ধাই, যদি নাহি মিলে গো ?

পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া ক'বে,
মনো-ব্যথা তুমি না শুনিলে গো ?
যদি, মধুর সান্ত্বনা-ভরে তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন-সলিলে গো ?

আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো ;
ওগো, সকলি কি অর্থহীন ! শূন্য, শূন্যে হবে লীন ?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো ?

এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো ?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবন-পতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো ?

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বিশ্বাস।

কেন বঞ্চিত হব চরণে ?
আমি, কত-আশা ক'রে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে !
আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকি-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে' না ল'বে গো ;—
হ'য়ে, পথের ধূলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে, পারে ব'সে, "পার কর" ব'লে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি, হে তৃষা-হারি !
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি ;
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ;
এ কি, সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে !

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা।

কবে ?

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !

কবে, তোমাতে হ'য়ে যাব, আমার আমিহারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ,
বিপুল পুলক-স্পন্দনে !

কবে, ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

বেহাগ—কাওয়ালী।

বিচার।

জ্ঞান-মুকুট পরি', ন্যায়-দণ্ড করে ধরি',
বিচার-আসনে যবে বসিবে, হে বিশ্বপতি ;
"জয় রাজেশ্বর !" রবে, ব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত হবে,
জল স্থল মহাব্যোম, চরণে করিবে নতি !
একান্ত জানিয়া এই স্থূলদেহ-পরিণাম,
বিলাস-বিমুখ, যারা করে সদা হরিনাম,
সরল ব্যাকুল প্রাণে কেবলি তোমারে চায়,
সুখ দুখে সমভাবে তোমারি মহিমা গায়,—
ধর্ম্মলোকে সমুজ্জ্বল, ছুটিবে সাধকদল,
প্রাণ রাখি, পদতলে, করিবে তব আরতি !
আজনম পাপ-লিপ্ত, ল'য়ে এ তাপিত চিত,
দূরে রব দাঁড়াইয়া, লজ্জিত কম্পিত ভীত ;
সব হারাইয়া প্রভু, হ'য়েছি ভিখারী দীন,
তোমারে ভুলিয়া, হায়, নিরানন্দ কি মলিন ;
কোন্ লাজে দিব পায় ? এ হৃদি কি দেওয়া যায় ?
সে দিন আমার গতি কি হবে, হে দীনগতি !

———

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বৃথা ।

তোমার, নয়নের আড়াল হ'তে চাই আমি,
তোমারি ভবনে করি' বাস ;
তোমারি তো আমি খাই পরি, তবু
তোমারেই করি পরিহাস !

তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভকতি,
তুমিই দিয়েছ ইচ্ছা-শকতি,
তবু, তোমারে জানিনে, চরণ চাহিনে,
নাহিক তোমাতে অভিলাষ !

করিনে তোমার আজ্ঞাপালন,
মানিনে তোমার মঙ্গলশাসন,
তোমার, সেবা নাহি করি, তবু কেন, হরি,
লোকে বলে মোরে 'হরিদাস' !

———

পূরবী—একতালা ।

নিরুপায়।

নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন!
দেখ্‌লাম জেগে, ভীষণ মেঘে, আমার আকাশ সমাকীর্ণ;
আর কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে, তরী জীর্ণ?

(আমি) ডুব্‌লাম হরি তুমি থাক্‌তে, দয়াময়, পার্‌লে না রাখ্‌তে,
তবু একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখি হে অবতীর্ণ;
দেহ মনের কোনও কোণে, নাইক তোমার কোন চিহ্ন;
এমনি হ'য়ে, গেছি ব'য়ে, ভাব্‌তে যে প্রাণ হয় বিদীর্ণ।

(এই) মলিন মনের অন্তরালে, দেখা দিও অন্তকালে,
একবার তোমায় দেখে মরি, এই বাসনা কর পূর্ণ;
সময় থাক্‌তে, তোমায় ডাক্‌তে, হয়নি মতি, মতিচ্ছন্ন;
তাই কি ঠেলে, দিবে ফেলে, মহাপাপী, ঘোর বিপন্ন!

ললিত-বিভাস—একতালা।

আর কেন ?

(মা আর) আমারে আদর ক'রো না ক'রো না,
নিও না নিও না কোলে ;
ব্যথা, পেয়ো না পেয়ো না, ফেল না অশ্রু,
(এই) ব'য়ে-যাওয়া ছেলে ম'লে।
আগুনে পুড়িয়া হ'য়ে গেছি ছাই,
ধূলো ছাড়া আর কোথা আছে ঠাঁই ?
একেবারে গেছে শুকাইয়ে প্রাণ,
দুখে পাপে তাপে জ্ব'লে !
কত যে করেছ, কত যে মেরেছ,
কত যে কয়েছ, কত যে সয়েছ,
যত কেশে ধ'রে টেনেছ উপরে,
(তত) ডুবেছি অতল জলে !
ফেলে যাও, আর ক'রো না যতন,
ফিরাও বদন, সরাও চরণ,
ছাড় মোর আশা, মোছ ভালবাসা,
(বুকে) লাথি মেরে যাও চ'লে।

টোড়ী—একতালা।

পূর্ণিমা।

হরি, প্রেম-গগনে চির-রাকা।
চির-প্রসন্ন কি মাধুরী-মাখা!

সুপ্ত জগতে, চির-জাগ্রত প্রহরী,
বরষিছ চির-করুণামৃত-লহরী ;—
(মম) অন্ধ আঁখি, মোহে ঢাকা!

সাধু ভকত জন পিয়ে মকরন্দ,
এ হরি, মম মন-গতি অতি মন্দ,
উড়ে' যেতে নাইক পাখা!

পূরবী মিশ্র—কাওয়ালী।

এসেছি ফিরিয়া।

তারা মোরে রেখেছিল ভুলাইয়ে,—
দুদিনের মোহ-মাখা হাসি খুসি দিয়ে ;

নিজ-সুখ-তরে, মম সুখ-দুখ-ভাগী,
তারা শুধু চাহে মোরে তাহাদেরি লাগি' ;
মিছে আশা দিয়ে কত করে অনুরাগী ;
(শেষে) দূরে দাঁড়াইয়া হাসে, সরবস নিয়ে।

দেখা হ'লে, আর কথা কহে না কহে না,
এ ছলনা আর, প্রভু, সহে না সহে না ;
শ্রান্ত চরণ, আর দেহ যে বহে না,
(আজি) ভাঙ্গিয়াছে ঘুমঘোর, এসেছি ফিরিয়ে।

সিন্ধু-খাম্বাজ—আড় কাওয়ালী।

কি সুন্দর !

ধীর সমীরে, চঞ্চল নীরে,
খেলে যবে মন্দ হিলোল,—
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর,
জলমাঝে খেলে মৃদু দোল ;—
যবে, কনকপ্রভাতে, নবরবিসাথে,
জাগে সুষুপ্ত ধরা,—
পরিমল-পূরিত কুসুমিত কাননে,
পাখী গাহে সুমধুর বোল ;
যবে, শ্যামল শস্যে, বিস্তৃত প্রান্তর
রাজে, মোহিয়া মন প্রাণ,—
সান্ধ্য-সমীরণ-চুম্বিত-চঞ্চল,
শীত-শিশির করে পান ;
কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,—
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত
তুলিতে তোমারি যশরোল !

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী।

তুমি ও আমি।

তুমি, অন্তহীন, বিরাট, এ নিখিল-ব্যাপী-অচ্যুত-অক্ষর !
আমি, ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ, বিনশ্বর।
তুমি, নিত্য-মঙ্গল, জ্যোতিঃ নির্ম্মল, শান্ত, সুমধুর, উজ্জ্বল !
আমি, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, পাপ-পবন-বিচঞ্চল !
তুমি, পরম সুন্দর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য-বিভব-অলঙ্কৃত !
আমি, অধম কুৎসিত, দুঃখপীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত।
তুমি, মধুর-করুণা-সান্দ্র-লহরী, তৃষাতুর-চির-পোষণ !
আমি, শুষ্ক, নীরস, কঠিন, নির্ম্মম, জীব-শোণিত-শোষণ।
আমি, গর্ব্ব করি, তবু, পুত্র তব, প্রভু,
ভ্রমি সুমঙ্গল পদতলে ;
তুমি, এক-গৌরব-গর্ব্ব-বঞ্চিত না কর, প্রভু, দুর্ব্বলে।
•

নটনারায়ণ—তেওরা।

অভিলাষ।

ভীতি-সঙ্কুল এ ভবে, সদা তব
সাথে থাকি যেন, সাথে গো ;
অভয়-বিতরণ চরণ-রেণু,
মাথে রাখি যেন, মাথে গো।
তোমারি নির্ম্মল শান্ত আলোকে,
দীপ্ত হয় যেন দেহ-মন ;
তোমারি কার্য্যের মধুর সফলতা,
হাতে মাখি, দু'টি হাতে গো।
মোহ-আলসে, বিলাস-লালসে,
তোমারে ভুলি', হৃদি-দেবতা ;—
পরাণ কম্পিত, বক্ষ দুরু দুরু,
কাঁদে আঁখি, যেন কাঁদে গো।

ইমন্—কাওয়ালী। "তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে"—সুর।

ল'য়ে চল।

কুটিল কুপথ ধরিয়া দূরে সরিয়া, আছি পড়িয়া হে ;—
বুধ-মঙ্গল-কেতু,—আর দেখিনে,—
কিসে ফেলিল যেন গো আবরিয়া।
(এই) দীর্ঘ-প্রবাস-যামিনী, আমারে
ডুবায়ে রাখিল তিমিরে ;
(আর) প্রভাত হ'ল না, আঁধার গেল না,
আলোক দিল না মিহিরে হে ;
কবে, আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি,
কোথা আসিয়াছি, গেছি পাশরিয়া।
(আমি) তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
আসিয়াছি গৃহ ছাড়িয়া ;
(আমায়) কণ্টক বনে কে লইল টানি',
পাথেয় লইল কাড়িয়া হে ;
যদি, জাগিতেছ, প্রভু, দেখিতেছ,—
তবে, ল'য়ে চল আলো বিতরিয়া।

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা।

•

কল্যাণী

ডুবাও।

(এই) তপ্ত মলিন চিত বহিয়া এনেছি, তব

প্রেম-অমৃত-মন্দাকিনী-তীরে ;

ধৌত কর হে কর শীতল, দয়ানিধে,

পাবন বিমল সুধাময় নীরে।

সুগভীর অবিরল কল্লোল-মন্দ্রে,

ডুবাও প্রাণের মৃত্যু রিপু-ষড়যন্ত্রে ;

মুক্তিময় শান্তিময় প্লাবন-তরঙ্গে,

ডুবাও বাসনাকুল দেহ-মন সঙ্গে ;

(আর) দিও না দিও না, প্রভু, যেতে কূলে ফিরে,

(আমি) অতলে জনমতরে ডুবে যাব ধীরে।

•

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

সহায়তা।

যদি, প্রলোভন মাঝে ফেলে রাখ ;
তবে, বিশ্ববিজয়ি-রিপুহারি-রূপে, হরি,
দুর্ব্বল এ হৃদয়ে জাগ।

যদি, অবিরাম গরজিবে স্বার্থ-সিন্ধু ভব,
নিস্ফলকলরব-মাঝে ডুবিয়া রব,
তবে, শান্তি-নিলয়, চির-শান্ত-মূরতি ধরি',
ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক।

যদি, লুকায়ে রাখিবে তোমা, অলীকতাময় ধরা,
ঢাকিবে মোহ-মেঘ, কান্তি তিমির-হরা,
যদি, আঁধারে না পাই পথ—সত্য-সূর্য্য-রূপে
পথহারা হ'তে দিওনাক।

আশার ছলনে যদি, হেরি মায়া-মরীচিকা,
নয়ন মোহিয়া পাপ, শেষে আনে বিভীষিকা,
তবে, ভীতি-হরণ, যেন অভয়-বচন-সুধা
বিতরি' এ বিপন্নে ডাক।

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালী।

শরণাগত।

স্থান দিও করুণায় তব চরণ-তলে,
যদি, না পারি লভিতে নিজ ধরম-বলে !

দৃঢ় পণ করি, "পাপ করিব না আর
করিব না" ব'লে, পাপ করেছি আবার ;
তবু,　তোমারে না আনি ডাকি', আপন গরবে থাকি,
ব্যর্থ পুরুষকার করম-ফলে।

নিজ বলে বল করা, বিফল কেবলি,
তব বলে বলী হ'লে, তবে বলি বলী ;
আমি,　ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখে, ফিরেছি তোমারি দিকে,
(মোরে)　কাঁদাইয়া, ধুয়ে লহ নয়ন-জলে !

মিশ্র ইমন্‌—কাওয়ালী।

ভ্রান্ত।

ভ্রান্ত, অন্ধ, অন্ধকারে,
তোমারি সুপথ পাবে কি আর!
নিঃসহায় নিঃস্ব, হায়!
অবশ-চিত্তে মোহ-বিকার!
দুর্গম পথে সঙ্গি-হারা, জ্যোতি-হীন আঁখি-তারা,
কণ্টক-বনে পড়ে বুঝি, ওহে
অনাথনাথ, নিবার নিবার!

মিশ্র কানেড়া—একতালা।

কল্যাণী

ভুল।

সাধুর চিতে তুমি আনন্দ-রূপে রাজ,
ভীতি-রূপে জাগ পাতকীর প্রাণে :
প্রেম-রূপে জাগ সতীর হিয়ামাঝে,
স্নেহ-রূপে জাগ জননী-নয়ানে !
প্রীতি-রূপে থাক প্রেমিক-প্রাণে সখা,
যোগি-চিতে চির-উজল-আলোক
অনুতপ্ত প্রাণে ভরসা-রূপে জাগ
সান্ত্বনা-রূপে এস যথা দুখ শোক।
দাতার হৃদে দাও করুণা-রূপে দেখা,
ত্যাগীর প্রাণে জাগ বৈরাগ্য-আকারে ;
কার্য্য-কুশলের চিত্তে, সফলতা,
জ্ঞানরূপে জাগ মোহের আঁধারে।
(তবু) হেরিতে চাহি চোখে, শুনিতে চাহি কানে,
কর-পরশ চাহি, যেন তুমি স্থূল !
(এই) ভ্রান্তি নিয়ে, সখা, জীবন কাটিবে কি ?
ভাঙ্গিয়ে দিবে না কি এই মহাভুল ?

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী।

আমার দেবতা।

বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন মনোরঞ্জন, দুখহারী ;
চিত-নন্দন, জগবন্দন, ভব-বন্ধন-বারী ;
সর্ব্ব-মূরতি আকৃতি-হীন, পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন,
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু, চিত-বিহারী !
নির্ব্বিকার বাসনা-শূন্য, সর্ব্বাধার পরম-পুণ্য,
অজনক বিভু, জগত-জনক, বহিরন্তরচারী।
পাপ-তিমির চন্দ্র-তপন, নাশ তাপ, মোহ-স্বপন
করহ প্রেম বীজ বপন, সিঞ্চি' ভকতি-বারি !

আলেয়া—একতালা।

কল্যাণী

নবজীবন।

আর, কাহারো কাছে, যাব না আমি,
তোমারি কাছে, র'ব হে ;
আর, কাহারো সাথে, ক'ব না কথা,
তোমারি সাথে, ক'ব হে !
ঐ অভয়-পদ, হৃদয়ে ধরি',
ভুলিব দুঃখ, সব হে ;
হেসে, তোমারি দেওয়া, বেদনা-ভার,
হৃদয়ে তুলি', ল'ব হে !
তব, করুণামৃত-পানে, হবে
কঠিন চিত দ্রব হে ;
আমি, পাইব তব, আশীষ-ভরা,
জীবন অভিনব হে !

মূলতান—ঝাঁপতাল।

অনাদৃত।

তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন ;
শান্তি-সুধামৃত-অচল-নিকেতন !

প্রভু, হৃদয়-হীন তব বধির ভবে,
আপনারে ল'য়ে মহাব্যস্ত সবে ;
আর্ত্তে না চাহে, যত স্বার্থ-পরম-ব্রত,
বল কে শুধাবে প্রভু, পর-পরিবেদনা ?

প্রভু, অনাদর-অবহেলে অবশ পরাণ,
চরণে শরণাগত, রাখ ভগবান্ ;
শ্রান্ত পথের পাশে, নয়ন মুদিয়া আসে,
স্নেহ-পরশ দিয়ে, কর হে সচেতন।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

চিকিৎসা।

প্রভু, নিলাজ-হৃদয়ে, কর কঠিন আঘাত;
কর, দুষ্ট কলঙ্কিত এ শোণিতপাত।

পাষাণ-কঠিন প্রাণে রুদ্ধ বেদন,
সুফল হইবে, নাথ, করা'লে রোদন;
সরাও এ গুরুভার,—নিবার প্রমাদ গো,—
করাও হৃদয় ভাঙ্গি' শুধু অশ্রুপাত!

এই অস্থি, মাংস, মজ্জা, এই চর্ম্ম, মেদ,
এ হৃদয়, সবি প্রভু পরিপূর্ণ ক্লেদ;
অনিয়মে আনিয়াছি দেহে অবসাদ গো,
সঞ্চয় করেছি প্রাণে বিষম বিষাদ!

তুমি না কি, দয়াময়, পাপীর শরণ?
কোথা ব'সে দেখিতেছ ঘৃণিত মরণ?
মৃদু প্রতীকারে ব্যাধি হবে না নিপাত গো,
তীব্র ভেষজ মোরে দেহ বৈদ্যনাথ!

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

ফিরাও।

ও ত, ফিরিল না, শুনিল না,
তব সুধাময় বাণী ;
প্রভু ধর ধর,—
আন তব পানে টানি'।
না চিনে তোমারে, না করে তত্ত্ব,
অন্ধ বধির মদির-মত্ত,
পথে চ'লে যেতে,
ট'লে পড়ে পা দু'খানি।
পতিত কি এক মহাবর্ত্ত-ভ্রমে,
পরিশ্রান্ত পিপাসিত পথ-শ্রমে,
ঢাল সুধাধারা,—
ফিরাইয়া ঘরে আনি।

গৌর সারঙ্গ—মধ্যমান।

অপরাধী।

যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাই হে সখা ;
(তুমি) দিয়েছিলে বড় অমূল্য রতন,—
(আমি) ফিরিয়ে এনেছি ছাই হে সখা ;
যেখানে যা দিলে ভাল সাজে,
সেথা সাজাইয়াছিলে তাই হে সখা ;
(আমি) ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, সরা'য়ে নড়া'য়ে,
করিয়াছি ঠাঁই ঠাঁই হে সখা !
(আমি) আমারে দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আবার তোমারে চাই হে সখা !
ভয়ে অনুতাপে, এ চরণ কাঁপে,
আছি, নীরবে দাঁড়ায়ে তাই হে সখা ;
ভগ্ন মলিন বিকৃত পরাণ,
পদতলে রেখে যাই হে সখা ;
(তুমি) এই ক'রো, যেন যেমনটি ছিল,
তেম্নিটি ফিরে পাই হে সখা।

মনোহরসাই—খেমটা।

কল্যাণী

প্রাণপাখী।

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙ্গে দিয়ে হে,
উধাও ক'রে ল'য়ে যাও এ মন।
(আমি) গগনে চাহিয়া দেখি, অনন্ত অপার হে!
(আর) আজনম বন্দী পাখী, পক্ষপুট ভার হে;
(উড়ে যাবে কেমনে); (আর উড়ে যাবে কেমনে);
(নিজ বলে উড়ে যাবে কেমনে); (তোমার কাছে উড়ে
যাবে কেমনে); (তুমি না নিলে তুলে, উড়ে
যাবে কেমনে); (তুমি দয়া ক'রে না নিলে তুলে,
উড়ে যাবে কেমনে?)

(প্রভু) বাঁধ তব প্রেমসূত্র (এই) অবশ পাখায় হে;
(আর) ধীরে ধীরে তব পানে, টেনে তোল তায় হে;
(একবার যেতে চায় গো); (এই খাঁচা ভেঙ্গে
একবার যেতে চায় গো); (তোমার কাছে একবার
যেতে চায় গো); (তোমার পাখী তোমার কাছে
একবার যেতে চায় গো); (পাখায় বল নাই, তবু
তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো!)

(তুমি) তুলে নিয়ে, প্রেমহস্ত পালকে বুলাও গো ;
(তোমার) প্রেম-সুধা-ফল খাওয়ায়ে, পাখীরে ভুলাও গো ;
(যেন মনে পড়ে না) ; (এই মোহ-পিঞ্জরের কথা,
যেন মনে পড়ে না) ; (এই বন্দীশালের দুখের
আহার, যেন মনে পড়ে না ।)

(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে ;
(যেন) সব ভুলি', ওই বুলি, বলে অবিরাম হে ;
(ব'সে তোমারি কোলে) ; (তোমার সুধা-নাম
যেন গায় পাখী, ব'সে তোমারি কোলে) ;
(যেন গাইতে গাইতে, পুলকে শিহরে, তোমারি
কোলে) ; (যেন সব বুলি ভুলে, ঐ বুলি বলে,
তোমারি কোলে।)

মনোহরসাই—গড় খেমটা।

ভেসে যাই।

(আমি) পাপ-নদী-কূলে, পাপ-তরুমূলে,
বাঁধিয়াছি পাপ-বাসা ;
(শুধু) পাই পাপ-ফল, খাই পাপ-জল,
মিটাই পাপ-পিয়াসা।
(দেখ) পাপ-সমারণে, পাপ-দেহ-মনে,
আনিয়াছে পাপরোগ ;
(আবার) পাপ-চিকিৎসায়, ব্যাধি বেড়ে যায়,
ভুগিতেছি পাপভোগ।
(আমি) বাহি' পাপতরী, পাপের নগরী,
পাপ-অর্থলোভে খুঁজি ;
(করি) পাপের আশায়, পাপ-ব্যবসায়,
লইয়া পাপের পুঁজি।
(আমি) বেচি কিনি পাপ, করি' পাপ-লাভ,
পাপ-মূলধন বাড়ে ;
(আর) করিয়া সঞ্চিত, পাপ পুঞ্জীকৃত,
(হ'লাম) পাপ-ধনী এ সংসারে।
(হায়) পাপের জোয়ারে, পাপ-জল বাড়ে,
পাপ-স্রোত বহে খর ;

কল্যাণী

(কবে) পাপের সংসার, ক'রে ছারখার,
গ্রাসে নদী পাপ-ঘর !
(ওই) শুধু ধুপ্ ধাপ্, পড়িতেছে চাপ,
ভয়ে নিদ্রা নাই চোখে ;
(ভাবি) কবে নদী এসে বাসা ভাঙ্গে, ভেসে
যাই কোন্ আঁধার লোকে !
(প্রভু) শুনিয়াছি, তুমি দৃঢ় পুণ্যভূমি,
সাজায়ে রেখেছ দূরে ;
(ওহে) পাপ-নদী যার বাসা ভাঙ্গে, তার
স্থান আছে সেই পুরে।
(ওহে) হতাশের আশা, দিবে কি না বাসা,
(সেই) অভয় নগরে তব ;
(আছি) আঁধারে একাকী, পাব না দেখা কি ?
দিবে না কি কৃপা-লব ?
(ওহে) প্রভু, ভগবান্ ! এক বিন্দু স্থান
দিও চির-স্থির দেশে ;
(যদি) কর নির্ব্বাসিত, ওহে বিশ্বপিতঃ !
(তবে) একেবারে যাই ভেসে !

মনোহরসাই—জলদ একতালা।

কোলে কর।

আমায়, ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা ;—
আমি শুনেও জবাব দিলাম না !
এল, ব্যাকুল হ'য়ে "আয় বাছা" ব'লে,—
"বাছা তোর দুঃখ আর দেখ্‌তে নারি,
আয় করি কোলে ;
আয় রে, মুছিয়ে দি' তোর মলিন বদন,
আয় রে, ঘুচিয়ে দি' তোর বেদনা।"
আমি, দেখ্‌লাম মায়ের দুনয়নে নীর ;
মায়ের স্নেহে গ'লে, ঝর ঝর
বইছে স্তনে ক্ষীর ;
"আয় রে পিয়াই বাছা পিপাসিত !"
ব'লে, হাত বাড়া'য়ে পেলে না !
এখন, সন্ধ্যাবেলা মায়েরে খুঁজি ;
আমায়, না পেয়ে মা চ'লে গেছে,
(আর) আস্‌বে না বুঝি !
মা গো, কোথা আছ কোলে কর !
আমি আর লুকা'য়ে থাক্‌ব না।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

স্বপ্রকাশ।

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।

উদ্বেলিত-সিন্ধু-তরঙ্গ উত্তাল,
প্রকাশে তোমারি মূরতি করাল!
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে তুমি নিরমল।

পুষ্প কহে তুমি চিরশোভাময়,
মেঘবারি কহে মঙ্গল-আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত, অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল;

নদী কহে তুমি তৃষ্ণানিবারণ,
বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন;
প্রভাত কহিছে সুন্দর উজল।

•

কল্যাণী

জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর,
মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞানতৃষাতুর,
সতীপ্রেমে জানি তুমি সুমধুর,
বিভীষিকা—কহে পাপী অসরল ;

অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান্,
ভক্ত কহে তুমি আনন্দবিধান,
সুখে শিশু করি' মাতৃস্তন্যপান,
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল !

•

———

ইমন্—একতালা ।

বিশ্ব-শরণ।

অব্যাহত তোমারি শক্তি,
　　　　　গ্রহে গ্রহে খেলে ছুটিয়া !
তোমারি প্রেমে এক হৃদয়
　　　　　আর হৃদে পড়ে লুঠিয়া ;
তোমারি সুষমা চির-নবীন,
　　　　　ফুলে ফুলে রহে ফুটিয়া।
তব চেতনায় অনুপ্রাণিত
　　　　　বিশ্ব, চমকি' উঠিয়া ;—
অপ্রতিহত মরণ-দণ্ডে,
　　　　　পদতলে পড়ে টুটিয়া !
বন্দনাময় ভক্তহৃদয়,
　　　　　তব মন্দিরে জুটিয়া,
"তুমি অণীয়ান্, তুমি মহীয়ান্ !"
　　　　　তত্ত্ব দিতেছে রটিয়া।

মিশ্র কানেড়া—একতালা।

অনন্ত।

অনন্ত-দিগন্ত-ব্যাপী অনন্ত মহিমা তব।
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে, অনন্ত, তোমারি স্তব।
কোথায় অনন্ত উচ্চে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব!
অনন্ত নিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
অনন্ত কল্লোল জলে, পুষ্পে অনন্ত সৌরভ;
অনন্ত কালের খেলা, জীবন-মরণ মেলা,
হে অনন্ত, তব পানে উঠিছে অনন্ত রব!
অনন্ত সুষমা-ভরা, অনন্ত-যৌবনা ধরা,
দিশি দিশি প্রচারিছে, অনন্ত কীর্ত্তিবিভব;
তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণাবৃষ্টি,
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি, কিবা জানি কিবা কব।

বাগেশ্রী—আড়া।

রহস্যময়।

অসীম রহস্যময় ! হে অগম্য ! হে নির্ব্বেদ !
শাস্ত্রযুক্তি করিবে কি তোমার রহস্য ভেদ ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ন্যায়, তন্ত্র,
বিজ্ঞান পারেনি, প্রভু, করিতে সংশয়োচ্ছেদ।
তাতে শুধু পূর্ব্বপক্ষ, ব্যবস্থা, পদ্ধতি, তর্ক,
অন্ধকার কূট-নীতি, শুধু বিধি, বা নিষেধ ;
বিনা পুণ্যদরশন, কূটতর্কনিরসন
হয় না, কেবল থাকে চিরন্তন মতভেদ।

মালকোষ—ঝাঁপতাল।

প্রেমাচল।

তব, বিপুল-প্রেমাচল-চূড়ে, বিশ্ব-জয়-কেতু উড়ে,
পুণ্য-পবন-হিল্লোলে, মন্দ মৃদু মৃদু দোলে ;
দিয়ে শান্তি-কিরণ-রেখা, মহিমা-অক্ষরে লেখা,
"ক্লিষ্ট কেবা আয় রে চ'লে, চিরশীতল স্নেহকোলে।"

সাধুগণ, যোগিগণ করিছে সুখে বিচরণ,
চিদানন্দ-মধুর-রস করিছে পান, বিতরণ ;
(ঐ) গগন ভেদি' উঠেছে গীতি, স্বরে জড়িত মধুর প্রীতি,
আনন্দ-অধীর রোলে, তৃষিত ছুটে দলে দলে।

হের বিশাল-গিরি'পরে মুক্তিনির্ঝরিণী ঝরে,
দূরাগত পথশ্রান্ত দু'হাতে তুলি' পান করে ;
(কেহ) চাহে না আর ফিরিতে গেহে, প'ড়ে রহে অবশ দেহে,
বিভল হ'য়ে "দয়াল" ব'লে, বিভবসুখতৃষা ভোলে।

পরোজ—ঝাঁপতাল।

অস্তি।

কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে!
মত্ত এ চিত তবু, তর্ক-বিচারে!

নিত্যনিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
শ্যামবিটপিদলে, সুরসাল ফল ফলে,
পাখী গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায়,
দ্বিধাহীন অনুভূতি হৃদয়ে রহিয়া যায়;
স্তম্ভিত চিত পায় জ্যোতিঃ আঁধারে।

অসীম শূন্যতলে সৌর-জগত কত,
ভ্রান্তিহীন, ভ্রমে চিরচিহ্নিত পথ;
রুগ্ন শিশুরে ধরি', জননী বক্ষোপরি,
উষ্ণ কপোলে চুমে, নয়নে অশ্রু, মরি!
বিশ্ব দৃশ্য যত, 'অস্তি' প্রচারে!

'হেলে দুলে নেচে চলে গোঠবিহারী'—সুর

দর্শন।

কে রে হৃদয়ে জাগে. শান্ত শীতল রাগে,
মোহতিমির নাশে. প্রেমমলয়া বয় ;
ললিত মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি',
আদরে মোরে ডাকি', হেসে হেসে কথা কয়।

কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ, কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়নকোণে রয় !
সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয়।

বিষয়বাসনা যত, পূর্ণভজনব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয় ;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে, বলে "হোক্ তব জয় !"

মিশ্র খাম্বাজ—আড় কাওয়ালী।

কল্যাণী

মিলনানন্দ।

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি' ;
তাত ! জননি ! সখে ! হে গুরো ! হে বিভো !
নাথ ! পরাৎপর ! চিত্তবিহারি !
কলুষনিসূদন ! নিখিলবিভূষণ !
অগুণনিরূপণ, মোহনিবারি !
নিত্য ! নিরাময় ! হে প্রভো ! হে প্রিয় !
সফল আজি মম অন্তর ইন্দ্রিয় !
মনোমোহন ! সুন্দর ! মরি বলিহারি !

আশা—কাওয়ালী।

কল্যাণী

চির-তৃপ্তি।

সখা, তোমারে পাইলে আর,—
বৃথা, ভোগসুখে চিত রহে না রহে না ;—
(সে যে) অমৃতসাগরে ডুবে যায়,
সংসারের দুখ তারে দহে না দহে না।

(সে যে) মণিকাঞ্চন ঠেলে পায়,
(রাজ) মুকুট চরণে দ'লে যায়,
কি বস্তু হিয়ামাঝে পায়,—
আমাদের সনে কথা কহে না কহে না।

(সখা) তোমাতে কি সুধা, কি আনন্দ !
(কত) সৌরভ ! কত মকরন্দ !
সকল বাসনা চিরতৃপ্ত ;—
এ জনমে আর কিছু চাহে না চাহে না।

ভৈরবী—কাওয়ালী

বিশ্বাস।

তুমি, অরূপ সরূপ, সগুণ নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল, হরি হে ;—
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।

কিরূপে এসেছি, কেমনে বা যাব,
তা ভাবিয়ে কেন জীবন্ কাটাব ?
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে।

না রাখি জটিল ন্যায়ের বারতা,
বিচারে বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,
তাই আনি হৃদে বরি' হে ;

তাই ব'লে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভ'রে যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি' হে।

বেহাগ—একতালা।

তোমার দৃষ্টি।

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি!
আমি দশের চোখে ধূলো দিয়ে,
কি না ভাবি, আর কি না করি!
সে সব কথা বলি যদি,
আমায় ঘৃণা করে লোকে,
বস্‌তে দেয় না এক বিছানায়
বলে "ত্যাগ করিলাম তোকে";
ভাই, পাপ ক'রে হাত ধুয়ে ফেলে,
আমি সাধুর পোষাক পরি;
আর, সবাই বলে, "লোকটা ভাল,
ওর মুখে সদাই হরি।"
যেমন, পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোণে রাখি;—
অমনি, চম্‌কে উঠে দেখি, পাশে জ্বল্‌ছে তোমার আঁখি!
তখন লাজে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, চরণতলে পড়ি,—
বলি "বমাল ধরা প'ড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি!"

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

নিমজ্জন ।

যারে মন দিলে আর ফিরে আসে না,—
এ মন তারে ভালবাসে না !

যাদের মন দিতে হয় সেধে সেধে,
প্রেম দিতে হয় ধ'রে বেঁধে,
তাদের মন দিয়ে, মন মরে কেঁদে,
আর, জন্মের মত হাসে না !

ফেলে দে মন প্রেম-সাগরে,
হারিয়ে যাক্ রে চির-তরে,
একবার, পড়্‌লে সে আনন্দ-নীরে,
ডুবে যায়, আর ভাসে না ।

সিন্ধু—ঝাঁপতাল ।

নষ্ট ছেলে।

ওমা, কোন্ ছেলে তোর, আমার মতন,
কাটায় জীবন, ছেলে-খেলায় ?
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর,
পরশ-রতন হারায় হেলায় ?
আমার মত কে অবাধ্য ?
যার, সংশোধন মা তোর অসাধ্য ;—
তুই 'আয়' ব'লে যাস্ কোলে নিতে,
'দূর হ' ব'লে ঠেলে ফেলায় ?
কার উপর এত মমতা ?
রেগে একটা ক'স্‌নে কথা ;—
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা,
আমি ছাড়া বল্ মা কে পায় ?
তোর, বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
আমি, কেমন ক'রে ভুলে আছি ?
আমি, এমন তো ছিলাম না আগে,
বড় সরল ছিলাম ছেলে-বেলায়।

পিলু—ঝাঁপতাল।

সতত শিয়রে জাগো।

আহা, কত অপরাধ ক'রেছি, আমি
তোমারি চরণে, মাগো!
তবু, কোল-ছাড়া মোরে করনি, আমায়
ফেলে চ'লে গেলে না গো!

আমি, চলিয়া গিয়েছি 'আসি' ব'লে,
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখি-জলে,
কত, আশীষ ক'রেছ, ব'লেছ, "বাছারে,
যেন সাবধানে থাকো;
আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভ'রে,
'মা, মা' ব'লে ডাকো।"

যবে, মলিন হৃদয়, তপ্ত,
ল'য়ে, ফিরিয়াছি, অভিশপ্ত!
ব'লেছি, "মা আমি করিয়াছি পাপ,
ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো;"
তুমি, মুছি' আঁখি-জল, বলিয়াছ, "বল্
আর ও পথে যাব নাকো।"

•

কল্যাণী

আমি পড়িয়া পাতক-শয়নে,
চাহি, চারিদিকে দীন-নয়নে,
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি,
মা তবু নাহি রাগো ;
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি,
সতত শিয়রে জাগো !

•

মনোহরসাই ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা ।

তুমি মূল।

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময় ;
তুমি, উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময় !
তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি' হে,—
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্প গন্ধে, সুধার লহরী বয় ;
ঝরে সুধাজল, ধরে সুধাফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি, সর্ব্ব-শকতি মূল হে,
তাহে, শৃঙ্খলা কি বিপুল হে !
যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় ;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি-অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি, অপচয় !
তুমি. প্রেমের চির-নিবাস হে,
তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
তাই, মধুমমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি' প্রেম-কথা কয় ;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়. গাহে তব প্রেমজয়।

মনোহরসাই ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা।

নিশীথে।

ধীরে ধীরে বহিছে, আজি রে মলয়া,—
হাসি', বিরাজে গগনে,
থরে থরে মনোরঞ্জন, দীপ্ত, উজল, তারা।

প্রেম-অলস অঙ্গে, ধাইছে তটিনী রঙ্গে,
ঢালিছে মৃদু কুলু-কুলু গানে, অমিয়-ধারা।

মণ্ডিত এ ভূমণ্ডল, সুধাকর-কর-জালে,
রঞ্জিত, অতি সুরভিত, কানন ফুলমালে ;
নিভৃত হৃদয়-কন্দরে,—হের পরম সুন্দরে,
হও রে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা।

———

কাফি সিন্ধু—সুরফাঁক।

প্রেম ও প্রীতি।

যদি, হেরিবে হৃদয়াকাশে প্রেম-শশধর,—
তবে, সরাইয়া দেহ, তমো-মোহ-জলধর।

চির-মধুরিমা-মাখা, প্রকাশিত হবে রাকা,
ফুটিয়া উঠিবে প্রীতি-তারকা-নিকর।

ঢালিবে অমৃত-ধারা, প্রেমশশী, প্রীতি-তারা,
ভাসাইয়া দিবে, পিপাসিত চরাচর!

ভকতি-চকোর তোর, উলাসে হইয়া ভোর,
সে সুধা-প্লাবনে, সন্তরিবে নিরন্তর!

———

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী।

আকাশ সঙ্গীত।

নীল-মধুরিমা-ভরা বিমান,—
কি গুরুগম্ভীরে গাইছে গান !

কাঁপায়ে থরে থরে ধরা-সমার,
নিখিল-প্লাবী সেই ধ্বনি গভীর !
শ্রবণে পশে না কি, নর বধির !
উদাস করে নাকি, ও মন প্রাণ ?

বিমান কহে, "আমি শবদ-গুণ,
হৃদয়ে অক্ষয় শকতি-তূণ,
বক্ষে অগণিত শশি-অরুণ,
গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমাণ !

আমারে সৃজি' ধাতা, কুতূহলে,
তারকা-শিশুগুলি দিল কোলে,
হরষে গলাগলি, শিশুদলে,
করিছে ছুটাছুটি নিরবসান।

আলোকভরা তারা, পুলকময়,
জানে না শিশু-হিয়া, ভাবনা ভয়,

কল্যাণী

ললাট-লিপি তারা, গণিয়া কয়,
(পালে) যতনে জনকের শুভবিধান ।
(মম) চরণ-তলে তব সমীর-থর,
জলদ-জাল খেলে শীকর-ধর,
ঊর্দ্ধে প্রসারিয়া শত শিখর,
ঐ বিপুল গিরিকুল স্থির-নয়ান !
নিম্নে চেয়ে দেখি, কৌতুকে,
পক্ষপুট ধীরে মেলি' সুখে,
অসীম গীত-তৃষা ল'য়ে বুকে,
এ মুক্তি-পাখিকুল, ধরিছে তান !
(মম) অশনি পদতলে, বিজলীদাম,
(ঐ) আলোক-অক্ষরে তাঁহারি নাম !
(হের) অটল দিক্‌পাল সকল-কাম,
(ধরি') তাঁহারি মঙ্গল-জয়-নিশান !
ব্যর্থ কোলাহলে, যাপিছ দিন,
হ'তেছ ধরণীর ধূলি-মলিন ;
বচন ধর মম, আমি প্রবীণ,
(লভ) অসীম উদারতা, হও মহান্ !"

মিশ্র ইমন্—একতালা।

চির-শৃঙ্খলা।

চাঁদে চাঁদে বদ্‌লে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয় ;
নাইক, তার মুসাবিদা পাণ্ডুলিপি, ভাই রে,—
নাইক তার, বাগ্‌বিতণ্ডা সভাময়।
সেই, সুরু থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চল্‌ছে নদ নদী,
আবার, সাগর-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি ;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারি-ধারা, ভাই রে,—
তাইতে, ধরার বুকে শস্য হয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে সূয্যি ঠাকুর, উদয় হন পূবে,
আবার সন্ধ্যেবেলা, রোজ যেতে হয়, পশ্চিমে ডুবে ;
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,—
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে ক'চ্ছে ধরা, সূর্য্য-প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরুদণ্ডের উপর ঘূরে ক'চ্ছে রাত্রি দিন ;
তাইতে, বার মাস, আর ছ'টা ঋতু, ভাই রে—
দেখ, ঘূরে ফিরে আসে যায়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে, আকাশ নীল !
ব'সে, উত্তরে ঐ ধ্রুব-তারা, নড়ে না এক তিল !

আবার, আকাশে ঢিল মাল্লে পরে, ভাই রে,—
এই, পৃথিবী বুক পেতে লয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে আগুন গরম, সাগর-জল লোণা,
আবার, রূপো সাদা, লোহা কাল, হলুদ রং সোণা ;
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে,—
আর, কোকিল শুধু কুহু কয়। (সেই সুরু থেকে)
যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে ;
এই, পাঁচ ভেঙ্গে, দশ রকম হ'চ্ছে, মিশ্‌ছে গিয়ে পাঁচে ;
এ সব, ব্যাপার দেখে দিন দুনিয়ার, ভাই রে—
সেই, মালিক দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় ! (সেই আইনকর্ত্তা)

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা।

নশ্বরত্ব।

আজ যদি সে, নারাজ হ'য়ে রয় ;—
ভাব্‌তে প্রাণ শিউরে ওঠে, শিরায় উষ্ণ শোণিত যে বয় !
তারা সব লক্ষ্য ছেড়ে, কে যায় কার পাছে তেড়ে,
এ ওটার গায়ে প'ড়ে, হয় রে চূর্ণ সমুদয় ;
নিভে যায় রবিশশী,
কে কোথায় যে পড়ে খসি',
দপ্ ক'রে বাতি নিভে, হ'য়ে যায় সব অন্ধকারময় !
ধরাটা কক্ষ ত্যজে, লক্ষ্য আর পায় না খুঁজে,
আঁধারে, পাগলপারা ঘূরে বেড়ায় শূন্যময় ;
কোথা থাকে দালান কোঠা,
কোনও জিনিস রয় না গোটা,
লাখ তারা চেপে পড়ে, কর্ম্মনিকেশ তখনি হয় !
গরবের ঘোড়া হাতী, সিংহাসন, সোণার ছাতি,
বিলাসের প্রমোদ-কানন, প্রেমে হৃদয় বিনিময় ;—
মারে যদি একটা ঠেলা,
তবে, ভেঙ্গে যায় এই ভবের মেলা,
ঘুচে যায় ধূলো-খেলা, হুলুস্থূল মহাপ্রলয় !

ভাই এখন দেখ্ রে ভেবে, বসা কি উচিত দে'বে,
কখন্ টান দিয়ে নেবে, (তার) খেয়াল বোঝা সহজ নয় ;
সে যে, কি ভেবে কখন্ কি করে,
কেন ভাঙ্গে, কেন গড়ে,
কান্ত, তুই জীবন ভ'রে ভাব্ না, সেটা ভাবের বিষয় !

বাউলের সুর—গড়খেম্‌টা।

সাধনার ধন।

সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শামার মত,
ডালা কুলো ধামার মত, যে পথে ঘাটে দেখ্‌তে পাবে ?
সে কি কলা মূলো, কুমড়ো কুঁকুড়,
বেগুন শশা, বেলের মত ?
পেয়ারা আতা, তাল কি কাঁটাল,
আম জাম, নারিকেলের মত ?
সে কি রে মন, মুড়্‌কী মুড়ী, মণ্ডা জিলিপী কচুরী ?
যে, তাম্রখণ্ডে খরিদ হ'য়ে, উদরস্থ হ'য়ে যাবে ?
সে তো হাট-বাজারে বিকায় না রে,
থাকে না তো গাছে ফ'লে,

দিল্লী লাহোর নয়, যে রাস্তা
করিম-চাচা দেবে ব'লে.
মাম্‌লাতে চলে না দাওয়া, ওয়ারিস্-সূত্রে যায় না পাওয়া,
সে যে নয় মলয়া হাওয়া, যে বাহার দিয়ে বেড়িয়ে খাবে!
সে যে যোগী ঋষির সাধনের ধন,
ভক্তিমূলে বিকিয়ে থাকে,
সে পায়, "সর্ব্বং সমর্পিত-
মস্তু" ব'লে যে জন ডাকে ;
মন নিয়ে আয় কুড়িয়ে মনে, ব্যাকুল হ' তার অন্বেষণে.
প্রেম-নয়নে সঙ্গোপনে, দেখ্‌বে, যেমন দেখ্‌তে চাবে।

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল।

অন্তর্দৃষ্টি।

তারে, দেখ্‌বি যদি নয়ন ভ'রে.
এ দু'টো চোক কর্ রে কাণা ;
যদি, শুন্‌বি রে তার মধুর বুলি.
বাইরের কানে আঙ্গুল দে না।

কল্যাণী

কিসের মধু চিনি ?   সে যে
গাঢ় প্রেমের মিশ্রি-পানা ;
(তুই) খাবি যদি, ক'সে এঁটে
বেঁধে রাখ্ তোর কু-রসনা।
পরশ মণি পরশ ক'রে,
হ'তে যদি চাস্ রে সোণা ;
তবে) বিরাগ-পক্ষাঘাতে, অসাড়
ক'রে নে' তোর চামড়াখানা।
সে যে রাজার রাজা, তার হুজুরে
যাবি যদি, নাই রে মানা ;
(তবে) অচল হ'য়ে,—শান্ত মনে,
সার কর্ আঁধার ঘরের কোণা।
কান্ত বলে, সকল কথাই
আছে আমার প্রাণে জানা ;
(আমি) জেনে শুনে, ভেবে গুণে,
ভুলে আছি, কি কার্খানা !

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

পরপার।

ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে ;
যাবি যদি ও পারের সেই অভয়-নগরে।
(যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হা'লে ব'সে ;
(আর) ভজন-সাধন দাঁড়ি দু'টো দাঁড় মারে ক'সে।
(তোর) প্রেম-মাস্তুলে সাধু-সঙ্গের পা'ল তুলে দে ভাই ;
(বইবে) সুখের বাতাস, চেয়ে দেখ্ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই।
(ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ ধরম-দিগ্-দর্শনের কাঁটা ;
(আর) তাক্ ক'রে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-ফাটা।
(তুই) মাঝে মাঝে দেখ্‌তে পাবি পাপ-চুম্বকের পাহাড় ;
(মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিয়ে জোরে মার্‌বে আছাড়।
(ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ রেখে ভাই চলিস্ ;
(আর) মাঝি দাঁড়ি এক হ'য়ে ভাই, মুখে হরি বলিস্।
(ওরে) এ পারে তোর বাসা রে ভাই, ঐ পারে তোর বাড়ী ;
(এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে' রে পাড়ি।

বাউলের সুর—কাহারোয়া।

নির্লজ্জ।

আঁক্‌ড়ে ধরিস্‌ যা' কিছু, তাই ফস্কে যায় ;
তবু তোর লজ্জা হয় না, হায় রে হায় !
কত কি হ'ল পয়দা, কিছুতেই হয় না ফয়দা,
টুস্কিটির সয় না রে ভর, দেখ্‌তে দু'খান হ'য়ে যায় ;—
এই আছে এই হাত্‌ড়ে পাস্‌নে,
তাই বলি মন, আর হাত্‌ড়াস্‌ নে,
যা' হারায়, আর তা' চাস্‌ নে,
ন্যাড়া, যায় রে ক'বার বেলতলায় ?
অকারণ টানা হেঁছা, দু'শ বার খেলি ছেঁচা,
বেহায়া ছেঁচ্‌ড়া হ'লি, কখন্‌ যেন প্রাণটা যায় ;
যা' খেলে আর হয় না খেতে,
যা' পেলে আর হয় না পেতে,
তাই ফেলে দিনে রেতে,
মরিস্‌ কিসের পিপাসায় ?

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

আছ ত' বেশ !

আছ ত' বেশ মনের সুখে !
আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে।
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আন্‌লে টাকা গাড়ি গাড়ি,
প্রেয়সীর গয়না-সাড়ী, হ'ল গেল লেঠা চুকে !
সমাজের নাইক মাথা, কেউ ত আর দেয় না বাধা ;
সবি টের পাবে দাদা, সে রাখ্‌ছে বেবাক টুকে ;
যত যা' ক'রে গেলে, সেইখানে সব উঠ্‌বে ঠেলে,
তুমি তা' টের কি পেলে,
নাম উঠেছে যে 'Black Book'এ ?
কে কারে ক'র্‌বে মানা ? অমনি প্রায় ষোল আনা,
ভিজে বেড়ালের ছানা, ভাল মানুষ মুখে ;
যত, খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা, মদ্ গাঁজা ভাঙ্গ্ বারাঙ্গনা,
এর মজা বুঝ্‌বে সে দিন,
যে দিন যাবে সিঙ্গে ফুঁকে !

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

কত বাকি ?

ভেবেছ কি দিন বেশী আর আছে রে ?
মনে পড়ে, কেমন ছিলে, কেমন হ'লে ?
আর কি ফুট্‌বে ফুল শুক্‌নো গাছে রে ?

আগের মতন আর ত হয় না পরিপাক,
ক্রমে বেড়ে উঠ্‌ছে পাকা চুলের ঝাঁক,
(কতক) দাঁত গিয়েছে প'ড়ে, যা' আছে তাও নড়ে,
(তবু) দন্তরক্ষণ দিচ্ছ সকাল সাঁজে রে।

কত সাধ ক'রে খেয়েছ চালভাজা আর চিঁড়ে,
আধসিদ্ধ মাংস খেতে দাঁতেতে ছিঁড়ে,
এখন দেখ্‌ছি, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, ছেড়ে,
(বড়) ঘেঁস না চর্ব্ব্যের কাছে।

চস্‌মা নইলে আর তো দেখ্‌তে পাও না ভাল,
মালুম হয় না স্পষ্ট, সবুজ, নীল, কি কালো ;
দু'চার ক্রোশ হাঁটিতে, পা দাওনি মাটিতে,
উড়ে গেছ ঝড়বৃষ্টির মাঝে রে !

কল্যাণী

আজ্‌কে পেটের অসুখ, কাল্‌কে মাথাধরা,
বাতের কন্‌কনানি, অর্শের রক্তপড়া,
অমায় পূর্ণিমাতে, লঘু আহার রেতে,
ঘোর আলস্য শ্রমের কাজে।

কথায় কথায় পত্নী-পুত্রের উপর রাগো,
নিদ্রা গেছে ক'মে, তামাকে রাত জাগো,
আছে সর্দ্দি কাসি, লাগা বার মাসই,
(বড়) কষ্টের পয়সা দিচ্ছ কবিরাজে রে।

ক্রমে তলব আস্‌ছে, তবু হ'চ্ছে না চৈতন্য,
ব'ল্লে, বল, "মর্‌ব আজই কিসের জন্য ?"
হায় রে ! দেহের মায়া ক'রেছে বেহায়া,
(তাই) কাঞ্চন ফেলে মজ্‌লে কাচে।

কান্ত বলে, দিন তো নাই রে ভাই জেয়াদা,
যমের বাড়ী থেকে আস্‌ছে লাল পেয়াদা,
(এই) পৌঁছায় আর কি এসে, ধরে আর কি ঠেসে,
পাঁচ ভূতের এই বোঝা, মিশায় পাঁচে রে !

সুরট-মল্লার—একতালা।

আর কেন ?

পার হ'লি পঞ্চাশের কোঠা।
আর দু'দিন বাদে মন রে আমার,
ফুল ঝ'রে যাবে, থাকবে বোঁটা।

তুই, আশার বশে দিন হারালি,
বশ হ'ল না রিপু ছ'টা ;
তোর, ভিতর মলিন, বাইরে টিকি,
মালার থ'লে, তিলক ফোঁটা।

লোকে কয় তোর সূক্ষ্ম বুদ্ধি,
দেখে রে তোর দালান কোঠা ;
তুই, দিনের বেলা রইলি ঘুমে,
আমি বলি তোর বুদ্ধি মোটা।

তুই, পাকা চুলে করিস্ টেড়ি,
যখন বাঁধ্তে হয় রে জটা ;
তুই, পান ছেঁচে খাস্, হায় রে দশা,
প'ড়ে গেছে দন্ত ক'টা।

কল্যাণী

তোর, খাওয়া পরা ঢের হ'য়েছে,
এখন পারের কড়ি জোটা ;
কান্ত বলে, সব ফেলে দিয়ে,
তুলে নে কম্বল আর লোটা।

ঝিঁঝিট—গড় খেম্‌টা।

এখনও ?

যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি ;
তার নাইক দিন-বাছাবাছি।
সে তো মানে না রে বারবেলা, দিক্‌শূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল,
অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজী।
মাসদগ্ধা, কি ভরণী, পাপযোগ ;—
সে কি দেখে, কতক্ষণ কার আছে শনির ভোগ ?
সটান টিকি ধ'রে টেনে নে যায়,
কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি ?
ভাব্‌ছে কান্ত ক'দিন থেকে তাই,—
সে ষণ্ডামার্ক কখন এসে ধ'র্‌বে ঠিক ত নাই ;
এখনও কি রইবি ভুলে হরিনাম, রে মন পাজি ?

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা।

বৃথা দর্প ।

তুই লোকটা তো ভারি মস্ত !
দু'শ বার কর্ না জরিপ, ঐ সাড়ে তিন হস্ত ।
(তার বেশী নয় ।)

হাজার, কি লক্ষ, অযুত,
ক'রেছিস্ কষ্টে মজুত,
অমনি তোর পায়া বেড়ে,
হ'লি খুব পদস্থ ।

(সে দিন) নিস্ তো সঙ্গে কাণা কড়ি,
(যে দিন) উঠ্‌বে রে কফের ঘড়ঘড়ি,—
বৈদ্য ব'ল্‌বে "তাইতো এ যে
সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত !"
(আর বাঁচে না ।)

তোর ভারি পক্ক মাথা,
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা,
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা
ক'রেছিস্ প্রশস্ত ।

কল্যাণী

(তুই) নাম ক'রেছিস্ ভারি জবর,
ক'টা তারার রাখিস্ খবর ?
কবে, কোথায়, কোন্‌টার উদয় ?
কোন্‌টা কোথায় যাচ্ছে অস্ত ?
(বল তো দেখি ?)

দু'দিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস্ তো অশ্ব-ডিম্ব ;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত,
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ ।

কান্ত বলে, মুদে আঁখি,
ভাবৃতে বিশ্ব-ব্যাপারটা কি !
অহংকার চূর্ণ হবে,
সকল তর্ক হবে নিরস্ত !
(অবাক্ হবি !)

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা ।

ধর্‌বি কেমন ক'রে।

তারে ধর্‌বি কেমন ক'রে ?
সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প'ড়ে !
মরিস্ তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস্ নে নয়ন বুজে,
ব'সে তোর প্রাণের কোণে, বিবেক-মূর্ত্তি ধ'রে ;
তুই ঘূরে বেড়াস্ পরিধিতে,—
সে যে ব'সে আছে কেন্দ্রটিতে ;
সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলি নে,মোহের ঘোরে !
তুফান দেখে ডরালি, তীরে পাথর কুড়ালি,
প্রাণের থ'লে পূরালি, পাথরকুচি দিয়ে ;
তুই ডুব্‌লি না রে সাগর-জলে,—
যার তলায় পরশ-মাণিক জ্বলে ;
নিলি, মণির বদলে উপলখণ্ড, আঁধার-ঘরে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

গ্রহ-রহস্য।

কে পূরে দিলে রে,—
আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশূন্য ফাঁক!
কি বিরাট বন্দোবস্ত, ভাব্‌তে লাগে তাক্!
কে ধ'রে আছে তুলে, কি ধ'রে আছে ঝুলে,
পড়ে না সূতো খুলে, বছর কোটি লাখ!
কেউ আছে চুপ্‌টি ক'রে, কোনটা কেবল ঘোরে,
নিমিষে যোজন জুড়ে, খাচ্ছে কোটি পাক্!
কোনটা তীব্র-অনল, কেউ আবার শান্ত-শীতল,
কেউ, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ঘটায় দুর্ব্বিপাক!
কি দিয়ে তো'য়ের হ'ল, কেন বা ঘূরে ম'ল,
ডেকে আন্ জ্যোতির্ব্বিদে, বুঝিয়ে দিয়ে যাক্।
"জ্ঞান" দেখে বুঝ্‌বি, পাছে
"জ্ঞানী" এক রসে আছে,
কান্ত তুই বুঝ্‌বি যদি, সেই জগদ্‌গুরুকে ডাক্।

মিশ্র ভৈরবী—জলদ একতালা।

দেহাভিমান।

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই;
এতে, ভাল জিনিস একটি নাই!
পদ্ম-চক্ষু, নাসা তিলের ফুল!
কুন্দ-দন্ত, বিম্ব-অধর, মেঘের মতন চুল,
(কামের) ধনু ভুরু, রম্ভা ঊরু,
রং সোণা, কও আর কি চাই?
(এটা ত) অস্থি, চর্ম্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ?—
এটা পুতে রাখে, পুড়িয়ে ফেলে,
(না হয়) অগ্নি ফেলে দেয় রে ভাই!
(এর আবার) দু'টো একটা নয় ত' সরঞ্জাম;
মোজা, জুতো, চসমা, সাবান, কত ব'ল্‌ব নাম?
প্রয়োজনের নাইক সীমা, জুট্‌লো অসংখ্য বালাই!
কান্ত বলে, একটু ভাব,—
এই, মিছের জন্যে সত্যি গেল, এই ত হ'ল লাভ!
সার যেটা, তাই সার ভাব না,
সার ভাব এই শরীরটাই!

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

অসময়।

এখন, ম'র্‌ছ মাথা খুঁড়ে ;
তোমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল,
পড়্‌ল বালি গুড়ে।

যখন গায়ে ছিল বল,
ক্রোশকে ব'ল্‌তে বিঘত মাটি, প্রহর ব'ল্‌তে পল,
এখন যষ্টি ভিন্ন ষষ্ঠীর বাছা, সাত কুঁড়ের এক কুঁড়ে।

যখন বয়স বছর দশ,
তখন থেকেই চু'শ রগড়, জ'ম্‌তে লাগ্‌ল রস,
জল্‌দি গজায় গোঁফ দাড়ী, তাই খেউরি স্থরু ক্ষুরে।

যখন, উঠ্‌ল দাড়ী-গোঁফ,
বুক ফুলিয়ে বেড়াতে, আর মুখে দাগ্‌তে তোপ ;
কত, রাজা উজির মার্‌তে, খেম্‌টা গাইতে মিহিস্থরে!

ছিল, নিত্য নূতন সাজ,
ফুলল তেল আর সাবান ঘষা,
এই ছিল তোর কাজ ;
কত জুতো, ঘড়ি, চসমা, ছড়ি, ধুতি শান্তিপুরে।

ছিল, দেহের বাহার কি !
সোণার কার্ত্তিক, নধর গঠন, রসের আহারটি ;
এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে,
মাংস গেছে উড়ে।

ভাব্‌তে, "বাঁচ্‌ব কত কাল ;
বুড়ো হ'লে দেখ্‌ব বাবা, ধর্ম্ম কি জঞ্জাল !
এখন খাই তো মুরগী, প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব মাথা মুড়ে।"

দীন কান্ত বলে, ভাই,
আগেই আমি ব'লেছিলাম, তখন শোন নাই ;
(আর) কি ফল হবে খুঁড়্‌লে কুয়ো,
বাড়ী গেছে পুড়ে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা।

মূলে ভুল।

মন তুই ভুল ক'রেছিস্ মূলে !
বাজে গাছ বাড়্‌তে দিলি,
এখন, কেমনে ফেল্‌বি শিকড় তুলে ?
ভেঙ্গে সব মজুত টাকা, বাড়ীটি ত করলি পাকা,
পছন্দের বলিহারি যাই. ঐ ভাঙ্গন-নদীর ভাঙ্গা কূলে !

দু'টাকা আস্‌ত যখন. পয়সাটি রাখ্‌লে তখন,
তহবিল বাড়্‌ত ক্রমে, বাড়্‌ল না তোর ভুলে ;
তোর আয় দেখে মন ঘূর্‌ল মাথা.
ভুলে গেলি তুই শেষের কথা.
দু'হাতে লুটিয়ে দিলি, এখন
কাঁদিস্ ব'সে সব ফুরুলে।

ছিলি তুই ঘুমের ঘোরে, সব নিলে ছ'জন চোরে,
কেন তুই রেখেছিলি, সদর দুয়ার খুলে ?
প্রাণে, প্রথম যখন প'ড়্‌ল ঢালি,
কু-বাসনার পাত্‌লা কালী,
উঠ্‌তো রে তুল্‌লে তখন, এখন কি আর যায় রে ধুলে ?

কল্যাণী

ব্যারামের সূত্রপাতে, গর-রাজী ওষুধ খেতে,
কুপথ্য ক'র্‌লি, এখন গেছে হাত পা ফুলে ;
কান্ত বলে, আকাশ জুড়ে, মেঘ ক'রেছে দেখ্‌লি দূরে,
কি বুঝে ধ'র্‌লি পাড়ি,
এখন, ঝড় এল মন, ডোব্ অকূলে।

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

২
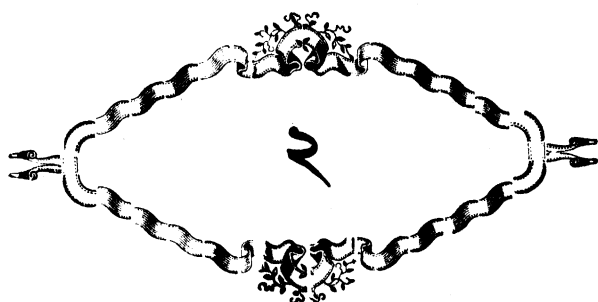
পুরোহিত।

আমাদের, ব্যাব্‌সা পৌরোহিত্য,
আমরা, অতীব সরল-চিত্ত,
হিত যাহা করি, জানেন গোসাঞী,
(তবে) হরি যজমানবিত্ত।

আমাদের, রুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ, যত্নে সাবানে কাচি,
আর, তালতলা চটি পেন্‌সেন্ দিয়ে,
ঠন্‌ঠনে নিয়ে আছি।

দেখ্‌ছ, আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত, নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি, বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে,
কাট্‌তে পেলেই তুষ্ট।

বাবা, দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ঐ অনুস্বারের গোলে,
"মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ" অবধি
প'ড়ে, আসিয়াছি চ'লে।

কল্যাণী

যদিও, ছুঁইনি সংস্কৃত কেতাব,
তবু "স্মৃতি-শিরোমণি" খেতাব,
কিন্তু, কিছু যে জানিনে, বলে কোন্ ভেড়ে ?
মুখের এমনি প্রতাপ !

আছে, ব্রতের একটি লিষ্টি,
তারা মায়ের এত কি সৃষ্টি !
আমরা, সব চেয়ে দেখি, সোপকরণ
মিষ্টান্নটাই মিষ্টি !

দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা,—
ঐ, মন্তর গাদা গাদা,
আরে, যেমন তেমন ক'রে আওড়াও,
দক্ষিণাটি ত' বাঁধা ;

মোদের, পসার বিধবাদলে ;
এই, পৈতে টিকির বলে,
দক্ষিণে, ভোজনে, বেড়ে যুত, আর
মন্ত্র, যা' বলি চলে ।

কল্যাণী

মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি ?
এই, কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পান্‌তোয়া ঠুকি।

ঐ, "সিন্দুরশোভাকরং",
আর, "কাশ্যপেয় দিবাকরং"
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে,
বলি, 'দক্ষিণাবাক্য করং'।

বড়, মজা এ ব্যাব্‌সাটাতে,
কত, কল্ যে মোদের হাতে ;
ঐ, ফল লাভ, আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য,
দক্ষিণার অনুপাতে ;

সাঁঝে, একপাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ী বাড়ী দু'টো ফুল ফেলে দিয়ে,
দু'শো কালীপূজো করি !

পূজোর, কলসী না হ'লে মস্ত,
কেমন, হই যে বিকারগ্রস্ত !
পিতৃলোক সহ কর্ত্তাকে করি
একদম নরকস্থ ।

আমরা 'ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্ম',
আমরা, বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম্ম,
কিন্তু, নিজের বেলায়, খাঁটি জেনো, নেই
অকরণীয় কুকর্ম্ম ।

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই ।'—D. L. Roy.

দেওয়ানী হাকিম।

দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর,
আমরা, মোটা মাইনের মুজুর,
তোমরা, দেখে নাও সবে আপন চক্ষে,
নাম শুনেছিলে 'জুজুর'।

একটু peevish মোদের স্বভাব,
বড়, খাইনে কোর্ম্মা কাবাব,
প্রায় cent per cent খুঁজে দেখ,
নেই diabetesএর অভাব।

আমাদের, মানা কারো সনে মিশ্‌তে,
আমরা, দক্ষ কলম পিশ্‌তে,
ঐ এগারটা থেকে, ছ'টা ব'সে লিখি,
কাগজ দিস্তে দিস্তে।

আমাদের, আজ দিলে রংপুরে,
কাল্‌কে, রাঁচিতে ফেল্লে ছুঁড়ে,
দেখ, বদ্‌লীপ্রসাদে হ'য়ে আছি মোরা,
এক দম্ ভবঘুরে।

আর, এই কথা খাঁটি জান্নুন,
যে, বেশি পড়িনে আইন-কান্নুন,
প্রায় উকীলকে ডেকে বলি, আপনার
নজির কি আছে আন্নুন।

আমাদের লেখা পড়ে কার সাধ্য ?
করি copyist বেচারির শ্রাদ্ধ,
ঐ, প্রথম অক্ষর ছাড়া, আর সব
অন্নুমানে প্রতিপাদ্য।

যত, non-appellable suit,
আমরা ক'রে দি' হরির লুট,
ঐ file clear হ'য়ে গেল, বাস্
আর কি, well and good.

আর ঐ, আপীল করাটা মিথ্যে,
এদিকে, উকীল-ফলান বিছে,
আর, ওদিকে আমরা নাসিকা, ডাকা'য়ে,
ব'সে, ক'সে দেই নিদ্রে।

কভু, জুড়ে দেই মহা তর্ক,
আর, উকীল না হ'লে পক্ক,
অম্‌নি, ভেবাচেকা খেয়ে হা'ল ছাড়ে, আর
চুকে যায় উপসর্গ।

কভু, উকীল আপন মনে,
কত, ব'কে যান প্রাণপণে ;—
আর, ওদিকে মোদের রায় লেখা শেষ,
কার কথা কেবা শোনে ?

কভু, সাতটা মামলা তুড়ে,
আমরা, এক সাথে নেই জুড়ে ;
আর, তিনশ' সাক্ষী ব'সে ব'সে খায়,
মরে সবে মাথা খুঁড়ে।

আর ঐ, মাসকাবারের বেলা,
আমরা, খেলি এক নব খেলা,
করি, তিন ডাক দিয়ে অমনি খারিজ,
যেন ডাকাতের চেলা !

কল্যাণী

আমাদের, কাজটা অতীব সোজা,
শুধু, মিল দিয়ে যাই গোঁজা,
এই কলমে যা' আসে ক'রে দি', বাস্
ঘাড় থেকে নামে বোঝা।

বাড়ে, বছরে বছরে মাইনে,
সব, জমা করি কিছু খাইনে ;
আর, কি জানি বাবা, কাল ভাল নয়,
তাই congressএ যাইনে

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই'—D. L. Roy.

ডেপুটী।

আমরা, 'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal',
আমরা, Criminal Benchএ 'Daniel',
আমরা, আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Blood hound কি Spaniel !

আমরা, দেখ্‌তে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চট্‌পটে ;
যাঁহা, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
চট ক'রে উঠি চ'টে।

আমাদের বয়সটা খুব বেশী নয়,
আর এই, পোষাকটাও এদেশী নয় ;
আর ঐ, 'হাম্‌বড়া' ভাব, মোদের অস্থি—
রক্ত-মাংস-পেশী-ময়।

দু'শ তিন ধারা কি প্রশস্ত !
দেখে, ফরিয়াদীগুলো ত্রস্ত ;
প্রায়, Civil nature ব'লে, দিয়ে দেই
মধুময় গলহস্ত।

বড়, কায়দা হ'য়েছে 'Summary',
ওহো ! কি কল ক'রেছে, আ মরি !
To record a deposition at length,
What an awful drudgery !

ঐ, ফেলে Summaryর ফেরে,
আমরা, যার দফা দেই সেরে,
যে যে চিরতরে কেঁদে চ'লে যায়,
আর কভু নাহি ফেরে।

আমরা, ধমকাই যত সাক্ষী,
বলি, নানাবিধ কটু বাক্যি,
আর, যেটা এজাহার-খেলাপে যায় না,
সেটার বড়ই ভাগ্যি।

এই কবলে আসামী পেলে,
বড় দেই না খালাস bailএ,
আর, ঠিক জেনো, যেন তেন প্রকারেণ,
দিবই সেটাকে জেলে।

আর, যদি দেখি কিছু সন্দ,
ঐ, প্রমাণটা অতি মন্দ,
তবে, আপীল-বিহীন দণ্ডে ক'রে দি,
খালাসের পথ বন্দ।

কারণ, খালাসটা বেশী হ'লে,
উঠেন, কর্ত্তাটি ভারি জ্ব'লে,
আর, শাস্তি ভিন্ন promotion নাই,
কাণে কাণে দেন ব'লে।

কিন্তু, হঠাৎ সাহেবের পা'টা
লেগে, বাঙ্গালীর পিলে ফাটা,—
কভু, মোদের সূক্ষ্মবিচারে দেখেছ
আসামীর জেল-খাটা ?

আর ঐ, মফস্বলে গেলে,
বেশ, বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডিপুটিটা ঘুষ খেলে।

আর ঐ, কত্তাটি ভালবেসে,
যদি কাণ ম'লে দেন ক'সে,
ঐ, কর-কমলের কোমলতা, করি
অনুভব, হেসে হেসে।

এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,—
একটু, দৃষ্টি-কটুতা-দুষ্ট হ'লেও,
তুষ্টিময় বস্তুতঃ।

সুর—"আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই"—D. L. Roy.

উকিল।

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত, Public movementএ leader,
আর, conscience to us is a marketable thing,
(which) we sell to the highest bidder.

দেখ, annually swelling in number,
আমরা, ক'রেছি bar encumber ;
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We, look so grave and sombre !

আমরা, বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমার, মামলা তো অতি ভাল !"
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো"।

দুটো, খেয়েই কাছারী ছুটি,
আর, যা' পাই খল্‌সে পুঁটি,
ঐ, জল কাদা ভেঙ্গে, যার যার মত,
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি।

দেখ, বড়ই হাভা'তে 'হরি বোস',
পাঁচ টাকার কমে নাই পরিতোষ,
তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ-অঙ্গুলি দেখায়ে,
উঠে এলো, ভারি করি' রোষ ;

তখন, আমি শ্রী 'নিঃস্বার্থ চাকী',
"এস চাচা মিঞা" ব'লে ডাকি ;
"আরে, দু'টাকায় আমি ক'রে দেবো চাচা,
তোমার ভাবনাটা কি ?"

তখন, চাচাও দেখ্‌লে সস্তা,
রেখে গেল কাগজের বস্তা,
চাচা, চ'লে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি,
ও বাবা এদু'টো যে দস্তা !

দুর্দ্দশার কি দিব ফর্দ্দ ?
দেখ, হ'য়েছি বেহায়ার হদ্দ ;
কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকিল,
মক্কেল তাহার অর্দ্ধ।

কল্যাণী

দেখ, কেউ কারো পানে চায় না,
যত, কম নিতে পার 'বায়না',
সেই কম কত, সে কথা ত' দাদা,
কারো কাছে বলা যায় না !

যাঁদের, বাঁধা ঘরে আছে মাইনে,
তাঁদের, বেশি ত' বল্‌তে চাইনে,
তাঁদের, খেদিয়ে নে যায়, ব'লে "বাঁয় বাঁয়,
'টক্ টক্', * চল্ ডাইনে।"

Bar room ত' চিড়িয়াখানা,
হেথা, হরবোলা পাখী নানা,
কিচির মিচির ক'রে মাথা খায়,
শোনে না কাহারো মানা ;

কেউ কদাচিৎ দেখে নজির,
প্রায়, মার্‌ছে রাজা ও উজির,

---

* গরু তাড়াইবার শব্দ।

আর, শ্যাম ভাবিতেছে, কেমনে রামের
হানিটি করিবে রুজির।

আমরা, একেবারে ডুবে গেছি,
'This is dishonest advocacy',—
দিলেন হুজুর গালি সুমধুর,
পকেটে ক'রে এনেছি!

Courtএ ধর্ম্মাবতারের তাড়া,
বাড়ীতে, গিন্নীর নথ-নাড়া,
থতমত খাই, মাথা চুল্‌কাই,
বুঝি, মাঝখানে যাই মারা!

সুর—"আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই"—D. L. Roy.

উঠে প'ড়ে লাগ্।

তোরা, যা কিছু একটা হ'।
Ray, কি Sinha, কি Doss, কি Shanne,
কি Dutt, কি Dwarkin ; Shaw.
সাফ ক'রে মাথা whisky চা-পানে,
ধুয়ে কালো অঙ্গ glycerine সাবানে,
ছুটে যা বিলেত, Italy, Japanএ,
(and) inspire your country-men with awe !
গুপ্ত চেষ্টায় যদি এইটে মনে হয়,
যে বাবার Iron-Safeটা তত brittle নয়,
তবে, Submit to your doom, take to
hatchet or loom,
(কিম্বা) ঐ অগতির গতি 'law'
আর, যদিই না থাকে legal acumen,
Steal from your father's cash-box, Rs 10,
একটু pulsatilla-nux-সম্বলিত box,
(কিনে) কর একটা হ য ব র ল।
আর, 'Dilution' ব্যাপারটা না হ'লে পছন্দ,
স্থানান্তরে গিয়ে করগে যা' আনন্দ,

এয়ার বন্ধু নিয়ে, ব'সে যা জাঁকিয়ে,
　　(আর) ক'সে রসে টান raw.
দেখ্‌ না, কুমারিকা হ'তে সুদূর হিমাদ্রি,
ছেয়ে ফেল্লে দেশ লক্ষ লক্ষ পাদ্রি,
আর কিছু না হয়, গেয়ে যীশুর জয়,
　　(একটা) মেম বিয়ের যো ক'রে ল'।
　　আরো এক উপায়ে হ'তে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস',
বিলিতি যা' কিছু সবি nonsense, bosh,
　　(জোরে) লিখে বা lectureএ ক'।
কান্ত বলে, একবার জাগ্‌ তোরা জাগ্‌,
ভারত মা'টার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্‌,
ব'সে বিছানাতে, ধ'র্‌লে গিঁঠে বাতে,
　　(দেখ্‌ না), হ'লি হাঁটু-ভাঙ্গা 'দ'।

মিশ্র গৌরী—জলদ একতালা।

দুত্তোর, বড় দেক্‌ সেক্‌ লাগে,
　　দেশের কপালে মার দু'শ ঝ্যাঁটা।
কবে আস্‌বেন কল্কী, বিলম্বে আর ফল কি ?
　　দেখা দিলেই এখন ঘুচে যায় সব লেঠা।

বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুণ !
বীর, কি বীভৎস হাস্য কি করুণ,
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'দরুণ' ;
তর্কে পঞ্চানন, এয়ারকিতে জ্যাঠা ।
পড়ে A, B, C, D, খায় বার্ডস্ আই,
মুখে বলে, "মাইরি যাদু ! ম'রে যাই !"
মায়ের উপর চটা, বউকে বলে "ভাই",
টেড়ির পাখ্না মাথে, চোখে চস্মা আঁটা ।
নায়ের স্বত্ব কেবল গুদোম-ভাড়া পাবেন,
Old idiot বাপ্টা ব'সে খাবেন,
গিন্নী ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, ব'সে মোসাহেরা লবেন,
কোমল করে কভু সয় কি বাট্না বাঁটা ?
কলা-মূলো-খেকো মুনিগুলো ভ্রান্ত,
ক'রে গেছেন যত fallacious সিদ্ধান্ত,
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত,
প্রকাণ্ড foolery পৌত্তলিকতাটা ।
ছত্রিশ জেতের সঙ্গে আমোদ ক'রে খাওয়া,
(আর) সচকিতভাবে চতুর্দ্দিকে চাওয়া,

কল্যাণী

স্মৃতিরত্ন ম'শার ডাক-বাঙ্গলাতে যাওয়া,

(আর) বেমালুম চম্পট ! বামুনটা কি ঠ্যাঁটা !

কলমাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,

ইঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুত Conversation,

অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration,

গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাজি বেটা ।

উঠিয়ে দেয়া উচিত বিবাহ-পদ্ধতি,

সন্ধ্যা-গায়ত্রীর হয় না সদর্থ-সঙ্গতি,

বক্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি,

বুঝলি না রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা ।

আলেয়া—একতালা ।

বুয়ার যুদ্ধ।

বুয়ারে ইংরেজে, যুদ্ধ বেধে গেছে,
নিত্য আসিতেছে খবর তার ;
আজ্‌কে এরা ওরে গুঁতুলে বেড়ে ক'রে,
কাল্‌কে ওরা ধ'রে জবর মার !

ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোল্‌মেলে !
আমরা করি হেথা যুদ্ধ বোলচেলে ;
তর্কে হেরে গেলে, মাথায় ঘোল ঢেলে,
ধরিয়ে চৈতন, করি দেশের বা'র।

কামান ছোঁড়ে তারা, সঙীনে মারে খোঁচা,
প্রাণটা ধাঁ ক'রে বেরিয়ে যায় সোজা ;
কাগজে পড়ি যবে এ সব বিবরণ,
ধড়াস্‌ ক'রে উঠে প্রাণটা কি কারণ !
চ'ম্‌কে উঠি রেতে দেখিয়ে কুস্বপন,
ঘুমটি ভেঙ্গে, ভয়ে রাত কাবার !

আমরা কোথায় আছি, লড়াই কোথা হয় ;
তবু এ প্রাণে যেন সদাই ভয় ভয় !

কল্যাণী

খবরগুলো যেন, কামান গোলা নিয়ে,
কাণের কাছে এসে যায় গো ফেলে দিয়ে ;
নয়ন মুদে দেখি, শোণিত নদী, একি !
কে যেন ব'লে যায়, 'খবরদার !'

সোণার খনি দিয়ে বল কি হবে বাবা ;
থাক্‌লে ধড়ে প্রাণ, অনেক খানি পাবা ;
কেন এ কাটাকাটি, পরাণ বধাবধি ?
কেন এ খোঁচাখুঁচি, রক্তে নদানদী ?
অনেক দেশ আছে ;—প্রাণটা যদি বাঁচে,
খুঁচিয়ে কেন কর সেটাকে বা'র ?

শ্বশুর, শালী, শালা, শাশুড়ী, মাগ, ছেলে,
বহুত মিলে যাবে, প্রাণটা বেঁচে গেলে ;
পালিয়ে এস চ'লে ও কচু দেশ ফেলে,
দুঃখ যাবে ক'ছিলিম তামাক খেলে,
চেহারা যাবে ফিরে, বেরোবে কালশিরে,
ভুঁড়িটে যাবে বেড়ে, চমৎকার !

মিশ্র ইমন্‌—তেওরা।

মৌতাত।

হরি বল্ রে মন আমার,

নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার !

এমন, বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে ?

এমন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চস্‌মা ধ'রেছে ;

আর টেড়ি নইলে চুলের গোড়ায়

যায় না মলয় হাওয়া,

আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন

হয় না যাদুর খাওয়া।

হরি বল্ রে ইত্যাদি।

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,

আর, এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই ;

সাহেবের, ঘুসি ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ ;

উপহারশূন্য সাপ্তাহিক, আর প্রচারশূন্য দান ;

হরি বল্ রে ইত্যাদি।

একটু, চুটকী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ ;

Football ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ ;

গজটেক, কালো ফিতে নৈলে, পায় না
পোড়ার চোখে কান্না ;
একটু পলাণ্ডুর সদ্গন্ধ ভিন্ন, হয় না মাংস রান্না।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

মাসিক পত্র আর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া ;
আর, সাপ্তাহিকটে ভাল চলে গাল দিলে বেয়াড়া ;
একটু, সাহেব-ঘেঁসা না হ'লে,
আর হয় না পদোন্নতি ;
সত্যাসত্য দেখ্‌লে এখন চলে না ওকালতি।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

আদালতের কার্য্যে কেবল আমলাদের দাও খোঁসা ;
আর, ভাল কাপড় গয়না ভিন্ন, যায় না গিন্নীর গোঁসা ;
একবার বিলেত ঘূরে না এলে ভাই ঘোচে না গোজন্ম,
আর, গিন্নীর ঝাঁটা নইলে, শক্ত হয় না পৃষ্ঠের চর্ম্ম।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

একটু, এটা, ওটা, সেটা, ছাড়া, জমে না যে মজা,
একটী, সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় না কৃষ্ণভজা ;

নাটক দেখ্‌তে নিষেধ ক'র্‌লেই বাপ্‌টা হ'য়ে যান বদ্‌ ;
এখন জ্বর ছাড়ে না বিনে একটু টাট্‌কা Chicken broth,
হরি বল্‌ রে ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের চটক ভিন্ন ঔষধ কাটে কার ?
আর "এণ্ড কোম্পানি" নাম না দিলে
দোকান চলাই ভার ;
এখন, ফল, ফুল, অলি, চাঁদ, মলয়া, ভিন্ন হয় না পদ্য,
দেখো, কোনও ব্যাপারে যশঃ পাবে না
বিনে একটু মদ্য,
হরি বল্‌ রে ইত্যাদি।

ভাল হে চৈতন্য গোসাঞী, জিজ্ঞাসি এক কথা,
আবার, কৃষ্ণ-অবতারে প্রভু, গরু পাবেন কোথা ?
আর, গৌর-অবতারে গোসাঞী, কিসে ছাইবেন খোল ?
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল !
হরি বল্‌ রে ইত্যাদি।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী।

খিচুড়ী।

ভারি সুনাম ক'রেছে নিধিরাম !
শোন বলি গুণ-গ্রাম ;
খবরের কাগজে ক'রে ধর্ম্মমীমাংসা,
(যত) মাসিকে ও সাপ্তাহিকে পেলে প্রশংসা ;
না যায় অন্ন পেটে, শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে,
কেবল, পুরাতত্ত্বে আছেন মত্ত হ'য়ে অবিরাম।

সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে ছিলেন নিযুক্ত ;
কি প্রশস্ত ধর্ম্মপথ ক'রেছেন মুক্ত !
তত্ত্ব-সুধার সিন্ধু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, হিন্দু,
(এবার) সবারি পিপাসা গেল সিদ্ধ মনস্কাম।

তিনি বলেন, "হরি বল চৈতন্যের মত ;
(কিন্তু) মতি রেখো প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পদে,
বুদ্ধের পথও মন্দ নয়, নানক যে সব কথা কয়,
তার, এক একটী কথার যে ভাই ভারি ভারি দাম !

ব্রাহ্মমতে আকাশশূন্য ব্রহ্মেতে মজ,
(কিন্তু) কালী নামের নাই তুলনা, মায়েরে ভজ ;

(ও যা) বলেন মহম্মদ, ভারি, বেজায় তার কিস্মত,
'খোদাতালা আল্লা' ব'লে কর ভাই সেলাম।

(ভজ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহেন্দ্র আর অরুণ,
(ভজ) বিশ্বকর্ম্মা, গণপতি, বায়ু, যম, বরুণ ;
(ভজ) দেবদেবীদের যান, ইন্দুর, গরুড়, হনুমান,
(কর) ময়ূর, ষণ্ড, সিংহ, মহিষ, পেঁচারে, প্রণাম।

(ভজ) ঋষ্যশৃঙ্গ, অষ্টাবক্র, মরীচি, ক্রতু,
(ভজ) পুলহ, পৌলস্ত, অত্রি, অঙ্গিরা, যতু,
(পূজ) বিশ্বামিত্রে, গৌতম, অনিরুদ্রে,
(ভজ) শ্রীদাম, সুদাম, গুহক, নন্দী, ভৃঙ্গী গুণধাম।

(চল) গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট,
(চল) শ্রীক্ষেত্র, নৈহাটী, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপাট,
যখন যাবে হরিদ্বার, সেই রাস্তা হ'য়ে পার,
মক্কা থেকে 'হজ' ক'রে ভাই, ফিরো নিজ গ্রাম।

মাঝে মাঝে চার্চ্চে যেয়ো বগলে বাইবেল ;
(একটা) সময় ক'রে কোরাণ সরিফ্ প'ড়ো, খুলে দেল্,
কভু গীতাটাও দেখো, আবার শিয়রে রেখো
শাস্ত্রী ম'শার ব্রাহ্মধর্ম্ম-তত্ত্ব দু' একখান।

কল্যাণী

অহিংসা পরমধর্ম্ম, খেয়ো নিরামিষ ;
আবার গোপনে রমজানের কাছে নিয়ো দু' এক ডিস্ ;
হরিনামের মালা, হাতে ফিরিও দু'বেলা,
সন্ধ্যা ক'রো, নমাজ দিয়ো, কেউ হবে না বাম।

ক'রো, বাইশ রোজা, একাদশী, হইয়ে শুচি ;
খেয়ো শুক্তুনী ও ফাউলকারি, বিস্কুট ও লুচি,
চাই, টিকিটে মজবুত, যেন ফোঁটায় থাকে যুত,
ক'রো ইদ, মহরম, চড়ক, আর দোল, হইয়ে নিষ্কাম।

হুইস্কিতে তিলতুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' ব'লে গিলে ক'রো পিতার তর্পণ ;
ক'রে কৃষ্ণে নিবেদন, ক'র্‌বে বীফ্‌ষ্টিক্ ভোজন ;
রেখ বদ্‌না, কমোড্, কোশাকুশী, আদি সরঞ্জাম।

খেয়ো প্রকাশ্যেতে আতপান্ন, গোপনে ফাউল ;
খোদার নামে দরবেশ সেজো, হরিনামে বাউল।
দীন কান্ত বলে ভাল, নিধির বলিহারি যাই !
এই অপূর্ব্ব খিচুড়ী খেয়ে, আমি ত' গেলাম !

খাম্বাজ কাওয়ালী—"মাতঃ শৈলসুতা"—সুর।

পিতার পত্র।

বাপা জীবন!

তোমার মঙ্গলাদি না পেয়ে বিশেষ চিন্তার্ণিত আছি,
হপ্তাবাদে পত্তর ভির্ণ কি প্রকারে বাঁচি?
মোদের দারিদ্রতার দরুণ বড় কেল্লেশে দিন যায়,
(তাতে) ম'চ্ছ দুধের প্রেসঙ্গ এবার নাইক এ দেশটায়।
(আবার) আধ কাঠা ধানও এবার পেলাম নাকো ভুঁয়ে,
তাতে খাজানা খরচার কড়া ত'শিল ক'ল্লে ছিধর ভুঞে।
আমার, পরণের বস্তর ছির্ণ, গ্রেহ পারি নি ছাইতে ;
তাতে দিন রাত্তির গোঁয়াই তোমার পত্তরের পথ চাইতে।
তোমার গর্ভ্রধারিণী কান্দে কি হৈল বলিয়ে,
(বাপা) মা বাপকে কেল্লেশ কি দেয়, সুবুদ্ধি হইয়ে?
তুমি কত নেখাপড়া জান, আমরা ত মুরুক্ষু ;
আর, তুমি ভির্ণ বের্দ্ধ বাপের কে বুঝিবে দুস্কু!
তোমার, কেতাব, জুতো, ইষ্টিসিন, আর এন্‌গেলাপের মূল্য,
নাগে তিরিশ টাকা, শুনেই অত্যান্তিক মাথা ঘুর্‌ল।
আমার গায়ের বালাপোস, আর তোমার মায়ের তাগা,
পরশু, বাঁধা থুয়ে, কায়কেল্লেশে পাঠিয়েছি পাঁচ টাকা।

কল্যাণী

বাপা, অত্র পত্র প্রাপ্ত মাত্র পত্রের উত্তর দিও,
আর, যত্র, তত্র থাকি সত্তর তত্ত্বাত্রা নিও।
(তোমায়) বিদেশে রাখিয়ে বাপা সসঙ্কত থাকি,
(আর) গোবিন্দ চরণ ভরসা তাঁরেই কেবল ডাকি।
এন্‌গেলাপে কি প্রিয়োজন ? পোষ্টকার্টেই হবে,
সদা মংগল বাত্রা দিবে আর. সাবধানেতে রবে।
কবে চাঁদমুখ দেখ্‌ব ব'লে দিয়ে আছি ধন্না,
নিয়ত আসিব্বাদক বিষ্ণু প্রেসাদ শন্মা।

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

পুত্রের উত্তর।

আরে ছি ছি! আমি লাজে মরি, ঘট্‌লো একি দায়;
বহুদিনের গুমর আজ্‌কে ছুটে গেছে হায় রে হায়!

কোন্ ভাষায় লিখেছ চিঠি,
সাপ, কি ব্যাঙ্, কি গিরগিটি, গো, ধ'রে খেতে চায়;
তোমায় লেখা পড়া শিখিয়েছিল কোন্ গুরুম'শায়?

তোমার মতন মুক্‌খু বাবা,
গৈগেঁয়ে প্রকাণ্ড হাবা! তার কাণ্ডজ্ঞান কোথায়?
যেমন আক্কেল, তেমনি চিঠি, সোণা সোহাগায়।

যেমন সে আঁখরের ছিরি,
তেমনি মুসক্কিদার মুন্সিগিরি, গো, দুখে হাসি পায়;
তোমায় বাপ ব'লে পরিচয় দিতে, মরি যে লজ্জায়!

বিদ্যেসাগর, মদনমোহন,
তাঁদের, শ্রাদ্ধ আর সপিণ্ডীকরণ যে ক'রেছ বেজায়,
রেফে কেঁপে উঠ্‌ছে যে প্রাণ, কাঁটা দিচ্ছে গায়!

কল্যাণী

ব্যাকরণের দফা ইতি ;—
তুমি না ক'রেছ পণ্ডিতি গো, পেঁড়োর পাঠশালায় ?
এমন কি আর আজগুবি কাণ্ড, আছে দুনিয়ায় ?

নিজের নামটা হয় না শুদ্ধ,—
বাণী কি বেজায় বিরুদ্ধ গো, হ'য়েছেন তোমায় ;
তাই, লিখ্‌তে বস্‌লে কাগজ পেনে, যুদ্ধ বেধে যায় ;

তোমার বড় পয়সার খাঁক্‌তি,
তাই পঞ্চসংখ্যক রৌপ্যচাক্তি পৌঁছেচে হেথায় ;
আর সেই দিনই তা' ফুরিয়ে গেছে, বিলিতি বিনামায়।

এই বিংশ শতাব্দীতে,
ছেলের পড়ার কেতাব দিতে, যে চিতে ব্যথা পায়,
তার জীবনে সভ্যজগতের কিবা আসে যায় ?

তোমার, চিঠির জ্বালায় জ্ব'লে মরি ;
একটা কথা, পায়ে ধরি গো, পাইনে মুখ হেথায় ;
তোমার, বৌমার কাছে একটু একটু পড়্‌লে ভাল হয় !

আরে, বানানের ভুল সেরে যাবে,
এবার ত দুরস্ত হবে, কও ক্ষতি কিবা তায় ?
সে যে, রাখাল ভাল, বড় বড় গরু সে চরায় !

কান্ত বলে, এ মহীতে
আর কি পারে ভার সহিতে ? কখন বা ব'সে যায় !
কি বিষম বিলিতি হাওয়া, এল এ দেশটায় !

•

পুরাতত্ত্ববিৎ।

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

আকবর সাহা কাছা দিত কি না,
নুরজাহানের ক'টা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

দণ্ডক কাননে ছিল ক'টা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

(মহম্মদ) গজনী খেতেন কি কি তরকারী,
সেটা জেনে রাখা কত দরকারী!
দু'শ মাথা ছিল এক চরখারই,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির

কল্যাণী

ব্রজ-গোপীগণ গণিয়া বিষাদ,
রুটি খেত, কিংবা খেত ডা'ল ভাত,
প্রত্যহ ক'ফোঁটা হ'ত অশ্রু-পাত,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল ক'টা টিক্‌টিকি,
গৌতম-সূত্রে রেসম-সূত্রে প্রভেদ কি কি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

কৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল ক'টা ছ্যাঁদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গ্যাঁদা,
কোন্ মুখো হ'য়ে হয় লক্ষ্য বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

বাদসা হুমায়ুন কাট্‌তো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কি না Sherry,
মীরাবাই, কানে প'র্‌ত কি না ঢেঁড়ি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

পেয়েছি একটা তাম্রশাসন,
ক্রতুর ক'খানা ছিল কুশাসন,
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিছে ক'রেছি জাহির।

এ মাথাটা ছিল বড়ই উর্ব্বর,
বুঝিল না যত অসভ্য বর্ব্বর!
এটা, আঁধার প্রত্ন-তত্ত্বের গহ্বর!
ইতিহাসামৃত-পায়ীর, আমি পানীয় ক'রেছি বাহির।

তামাক।

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময় ;
কলির জীব তরা'তে, আবির্ভাব ধরাতে,
এ পোড়া বরাতে, টিকে গেলে হয়।

তুমি নিত্যবস্তু, সদা বর্ত্তমান,
তুমি চিৎ, জীবের চৈতন্য-নিদান,
সদানন্দ, কর সদানন্দ দান,
(তুমি) প্রত্যক্ষ দেবতা সকল শাস্ত্রে কয়।

অম্বুরী, কি আলা, কড়া, মিঠে-কড়া,
সিগার, নস্য, সুর্ত্তি, নানারূপে গড়া,
রুচিভেদে সেবা, যে মূর্ত্তি চায় যেবা,
সেইরূপে তারে দাও পদাশ্রয়।

গড়গড়ি, কি ফরসী, ডাবায় পত্রঠোসে,
হাতে, কিংবা বস্ত্র-আবরণে, ক'সে,
যখন লাগায় টান, সাধকের প্রাণ,
ভোলে সংসারজ্বালা, কত স্ফূর্ত্তি হয়!

কল্যাণী

রাজ-দরবারে, কাছারী, মজলিসে,
সভা-সমিতিতে, বৈঠকে, সালিসে,
গল্পে, এয়ারকিতে, মঠে ও মস্‌জিদে,
তোমার সত্তা ভিন্ন সকল বাতিল হয়।

এক ছিলিম অন্ততঃ, ভোরে উঠেই চাই,
নইলে হয় না কোষ্ঠ, কত কষ্ট পাই,
আর ভোজনের পরে, ঘণ্টা খানেক ধ'রে,
মাপ্‌ করুন্‌, মৌতাতি, না টান্‌লেই যে নয়!

আর বুদ্ধির গোড়ায়, তোমার ধোঁয়া না পৌঁছিলে,
বেরোয় নাক' মুসোবিদা, কি মুস্কিল এ!
Idiom না জাগে, ফাঁকা ফাঁকা লাগে,
হেঁয়ালী Problemএর উদ্ধার শক্ত হয়।

কান্ত বলে, প্রমাণ লও না হাতে হাতে,
তামাক দিতে কসুর ক'র্‌লে চাকরটাতে;
তাইতে হ'ল মাটি, নইলে বুঝতে খাঁটি,
(এই) গানটা হ'য়ে উঠ্‌ত, যেমন হ'তে হয়।

ভৈরবী—একতালা।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

স্বামী—

"চাহিয়া দেখ, এনেছি আজ, জড়োয়া মতিমালা ;
আর, সতের ভরি, সোণার এই, মকরমুখো বালা ;
তারের কাণ, পঁচিশ ভরি, হীরের দুটী দুল গো !"

স্ত্রী—

"আহাহা ! কেবা ভাগ্যবতী, আমার সমতুল গো !"

স্বামী—

"এই, সোণার সিঁথি, ঝালরে মতি, কপিপাতা অনন্ত এ ;
আর, হীরের চুড়ি, একুশ ভরি, হয় কিনা পছন্দ এ ?
খোঁপার শোভা, সোণার ফুল এ, সেজেছে দুটী মীনে।"

স্ত্রী—

"(আহা !) পান সেজে দি, মস্‌লা দিয়ে,
ফেলেছ মোরে কিনে !"

স্বামী—

"কেমন হ'ল পয়লা কাঁঠি, কাটা-বাজু, এ চন্দ্রহার ?
(আর) হীরের সাতলহরী মালা, ঝ'ল্‌কে নাশে অন্ধকার !
জরির বডি, পার্সী সাড়ী, বড্ড বেশী দামী এ !"

স্ত্রী—

"(আহা !) মুছিয়ে দেই, বদনখানি, বড্ড গেছ ঘামিয়ে।"

স্বামী—

"এ সব, এনেছি বড় ব'য়ের তরে, তোমার তরে আনিনি ;
ও কি ও? আরে, কাঁদ কেন? ছি! রাগ ক'রো না মানিনি!
তোমার সব গহনা আছে, বড় ব'য়েরি নাই গো!"

স্ত্রী—

"হায় কি হ'ল! ধর গো ধর, পড়িয়া বুঝি যাই গো!"

মনোহরসাই—ঝাঁপতাল।

বাঙ্গালের শ্যামা-সঙ্গীত।

তারা নাম কোর্‌তে কোর্‌তে, জিব্বাডা আমার,
অ্যাক্কেকালে গ্যাছে আরাইয়্যা;
গুরু যে কি মাথা কৈয়া দিল কাণে,
ফেল্‌চি জন্মের মত হারাইয়্যা।
বৈস্যা বৈস্যা ক্যাবোল কর্‌ছি তারা নাম,
কি দোষ পাইয়্যা তারা হৈয়্যা বস্‌চ বাম?
শোন কের্‌পামই, আমি যাইমু কৈ,
নিবি যদি পাও ছারাইয়্যা।
তারা বৈলা যারা পাও ধইর্য্যা থাকে,
তারা তারা কইয়্যা, চক্ষু মুইন্থা ডাকে,
টিকি ধইর্য্যা তার সাত সমুদ্দুর্ পার,
ত্থাও ত্থাশেথনে, তারাইয়্যা।
ভাল মতে পরক্ কইর্য্যা ত্থাখ্‌লাম আমি,
বৈক্ষত্থাশে পাথর বাঁইন্থা বস্‌চ তুমি;
এত কাঁদ্‌বার লাগ্‌চি, মাথা ভাঙ্গ্‌বার লাগ্‌চি,
ত্থাখ্‌বার লাগ্‌চ তুমি দারাইয়্যা!

মিশ্র-বিভাস—আড়-কাওয়ালী।

কল্যাণী

বাঙ্গালের বৈরাগ্য।

চাইরদিক্‌থনে, পাগ্‌লা, তরে ঘির‍্যা ধোর্‌চে পাপে ;
অ্যাহন মইষের সিঙ্গে গুত্তা মার্‌বো, বাচাইবো কোন্‌ বাপে ?
(তোর) হইয়্যা গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ ;
মুখ ফিরাইচেন কৃষ্টচন্দ্র ;
(আর) তরে কি বাচাইয়্যা তুল্‌বো, হরিনামের ছাপে ?
(তুই) রাজা হৈয়্যা বোস্‌চস্‌ তক্তে,
নাইয়্যা উঠ্‌চস্‌ মা'ন্‌ষের রক্তে,
(আর) থর্‌থরাইয়্যা কাইপ্যা উঠ্‌চে, পির্‌থিমি তর্‌ দাপে !
(ক') আজ ক্যান্‌ পাগ্‌লা ছ্যাহে আগুণ ?
পুর‍্যা হইচস্‌ পোরা বাইগুণ ?
(ঐ) ঘির‍্যা বোস্‌চে শিয়াল সগুণ,
কোন্‌ বা ছ্যাব্‌তার শাপে ?

মিশ্র-গৌরী—কাওয়ালী

বুড়ো বাঙ্গাল।

[তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি।]

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইল্যা দিচি পায়;
তোমার লাগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌চে দায়!
আর্‌সি দিচি, কাহই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায়?
বেলোয়ারী-চুরি দিচি, পাছা-পাইর্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি, মজা কৈর্যা দিব্যার লাগ্‌চ গায়।
উলের হুতা দিচি আইন্যা, কিসের লাইগ্যা মন্‌ড়া পাইন্যা?
ওজন কৈর্যা ব্যাবাক্ দিচি, পরাণ দিচি ফায়!
বুরা বুরা কৈয়্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্ কোর্‌চ পাগল?
যহন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেল্‌বো ক্যাম্‌তে?
কৈয়্যা দ্যাও আমায়।

মিশ্র-সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর।

কর্ত্তা। আমার, এমন কি বয়েসটা বেশী ?
সত্য হ'লে কোষ্ঠী, এই যে আস্‌ছে জ্যোষ্ঠী,
এই মাসে পূরিবে আশী !
আরে না না ! আমার বিয়ে কর্‌বার কাল
যায়নিকো এখনো ;—আরে নন্দলাল !
কি বলিস্‌ ?

চাকর। করতা অ্যাহনো ছাওয়াল
হইবো, বিয়্যা করেন ;—তামুক লইয়্যা আসি।

কর্ত্তা। আরে দেখ্‌না আমার সংসারো অচল,
ছেলে পিলে মানুষ কে করে, তাই বল ;
আমি, চুলে কলপ দেবো, দাঁত বাঁধিয়ে নেবো ;
আর এম্‌নি ক'রে হাস্‌বো সুধা-মাখা-হাসি। (প্রদর্শন)
আমার, চামড়া গেছে ঝুলে, চোক গেছে কোটরে,
কোমর গেছে বেঁকে, বেড়াই লাঠি ধ'রে ;—
তা,—শৃঙ্গার-তিলক কিছু নেব তোয়ের ক'রে ;

চাকর। আর যৈবন ফির‍্যা পাইবেন, হইবেন মোট্টা-খাসী।

কর্ত্তা। কচি-মুখখানিতে বল্‌বে প্রেমের বুলি,

গয়না পেলেই আমার বয়স যাবে ভুলি';

ক্ষীর-নবনী দিব চাঁদ-মুখেতে তুলি';—

চাকর। (আর), চরণ হ্যাবা কর্‌বো হৈয়া হ্যাবা-দাসী।

কর্ত্তা। আর, কথায় কথায় যদি ক'রে বসে মান,

পায়ের উপর প'ড়ে বল্‌বো, 'দুটো খান';—

তাতেও না ভাঙ্গিলে, ত্যজিব এ প্রাণ;—

চাকর। কর্‌তা, আমি আপনার গলায় দিয়্যা দিমু ফাসী।

বিভাস—একতালা

ঔদরিক।

যদি, কুমড়োর মত, চালে ধ'রে র'ত,

পান্‌তোয়া শত শত ;

আর, স'রষের মত, হ'ত মিহিদানা,

বুঁদিয়া, বুটের মত !

(প্রতি বিঘা বিশ মণ ক'রে ফ'ল্‌ত গো) ;

(আমি তুলে রাখিতাম) ; (বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে

আমি তুলে রাখিতাম) ;

(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে) ;

(গোলায় চাবি দিয়ে, চাবি কাছে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে) ।

যদি তালের মতন, হ'ত ছ্যানা-বড়া,

ধানের মতন চ'সি ;

(আমি বুনে যে দিতাম) ; (ধানের মতন ছড়িয়ে

ছড়িয়ে বুনে যে দিতাম) ;

(চ'সি এক কাঠা দিলে, দশ মণ হ'ত বুনে যে দিতাম) ।

আর, তরমুজ যদি, রসগোল্লা হ'ত,

দেখে প্রাণ হ'ত খুসি

(আমি পাহারা দিতাম) ; (কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা

দিতাম) ;

(ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম)।
(তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম); (ব'সে ব'সে তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম); (সারা রাত তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম); (খেঁক্‌শিয়াল আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম)।

যেমন, সরোবর মাঝে, কমলের বনে,
শত শত পদ্ম-পাতা,
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লুচি,
যদি রেখে দিত ধাতা !

(আমি নেমে যে যেতাম) ; (ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে আমি নেমে যে যেতাম) ; (গামছা প'রে নেমে যে যেতাম) ; (একটু চিনি যে নিতাম) ; (সেই চিনি ফেলে দিয়ে ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম) ; (আহা মেখে যে খেতাম !)

যদি, বিলিতি কুম্‌ড়ো হ'ত লেডিকিনি,
পটোলের মত পুলি ;
(আর) পায়েসের গঙ্গা ব'য়ে যেত, পান
ক'র্ত্তাম দু-হাতে তুলি'।

(আমি ডুবে যে যেতাম) ; (সেই সুধা-তরঙ্গে ডুবে যে যেতাম) ;

(আর, বেশী কি বল্‌ব, গিন্নীর কথা ভুলে, ডুবে যে
যেতাম)।
(আর উঠ্‌তাম না হে) ; (গিন্নী ডেকে ডেকে কেঁদে
মর্‌তো,
তবুতো উঠ্‌তাম না হে) ; (গিন্নী হাত ধ'রে কর্‌তো
টানাটানি,
তবু উঠ্‌তাম না হে)।

সকলি ত' হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম্ম ;
শুধু, এই খেদ, কান্ত আগে ম'রে যাবে,
(আর) হবে না মানব জন্ম।

(আর খেতে পাবে না) ; (কান্ত আর খেতে পাবে না) ;
(মানব জন্ম আর হবে না,
খেতে পাবে না) ; (হয়তো, শিয়াল কি কুক্কুর হবে,
আর খেতে পাবে না) ; (আর সবাই খাবে গো তাকিয়ে
দেখ্‌বে, খেতে পাবে না) ; (ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে
রইবে খেতে পাবে না) ; (সবাই তাড়া হুড়ো ক'রে
খেদিয়ে দেবে গো, খেতে পাবে না)।

মনোহরসাই—গড়-খেম্‌টা।

সম্পূর্ণ।

রজনীকান্ত সেন প্রণীত

বাণী ॥৹, কল্যাণী ॥৵৹।

রজনীকান্তের সাহিত্য-সাধনার প্রথম ফল—'বাণী' ও 'কল্যাণী'। এই 'বাণী' ও 'কল্যাণী' হইতেই তাঁহার পরিচয়, আর ইহা দ্বারাই তাঁহার যশের প্রতিষ্ঠা।

কবির পরিচয় কাব্যে। কবি রজনীকান্তের 'কান্ত পদাবলী' বঙ্গের নরনারীর প্রাণে প্রাণে যে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিয়াছে, তাহা প্রকৃতই অভিনব, প্রকৃতই মনঃপ্রাণমদ অনন্যসাধারণ, তাহার সন্দেহ নাই। সঙ্গীতের স্থর ও কাব্যের ছন্দঝঙ্কার—উভয়ই এই দুই সঙ্গীত কাব্যের মধ্যে অনুস্যূত; সুতরাং গাহিবার বা আবৃত্তি করিবার পক্ষে তুল্য উপযোগী। ভাবের প্রাচুর্য্যে, রসের মাধুর্য্যে ও ছন্দের লীলায়িত নর্ত্তনে ইহার প্রতি ছত্র—

'বীণা পঞ্চমে বোলেরে।'

এ বীণার ঝঙ্কার যাহার কর্ণে একবার প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে তাহা জীবনে ভুলিতে পারিবে না।

'বাণী ও কল্যাণী'র

সঙ্গীতগুলি ত্রিস্রোতার ন্যায়; ভক্তি, প্রেম ও হাস্যরসের ত্রিধারায় বিভক্ত। কবির ভক্তি ও প্রেম কোথাও ভগবানের, কোথাও বা জননী জন্মভূমির লক্ষ্যে অভিব্যক্ত; আবার কোথাও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ। জন্মভূমির দারুণ ব্যথার ব্যথী যে মুখে বলিয়াছেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই', সেই মুখেই ভগবদ্ভক্তির যুক্তির গদগদ ধ্বনি বাহির হইয়াছে।

মনস্বী কবি
রজনীকান্ত সেন প্রণীত

'বাণী' ও 'কল্যাণীর' নাম সকলেই শুনিয়াছেন, কিন্তু কেহই দেখেন নাই। সেই দুর্লভ পুস্তক এখন সুলভ হইল। "বাণী" মূল্য ॥০ আনা; "কল্যাণী" মূল্য ॥৵০ দশ আনা।

পুস্তক সম্বন্ধে মতামত।

হাইকোর্টের জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—

"I am exceedingly glad to receive a copy of your 'BANI'. The small book is a valuable addition to your literature. Your serious pieces are full of deep pathos, and the comic portions are full of quaint humour."

বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"আপনি যেমন 'আলাপে', তেমনি 'বিলাপে', তেমনি 'প্রলাপে'। "বাণী" পাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনি দীর্ঘজীবী হউন।"

আমার স্বদেশী সঙ্গীতগুলি সম্বন্ধে New India নামক কাগজের গত-পূজায় Special Vacation numberএ 'The Hymnology of the New Patriotism in Bengal' নামক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—

But Babu Rabindra Nath's contributions, though the most cultured and deep, are, however, not the only contributions to our new hymnology......and the hymns and songs of some of these, especially of those of Babu Rajani Kanta of Rajshahye, have caught the popular fancy perhaps even more quickly and strongly than the deeper notes of Babu Rabindra Nath seem to have done.